যুদ্ধাপরাধী হিসেবে নেতানিয়াহুর বিচার হবে: এরদোগান

সারে-জমিন

ভাঙড়ের গ্রন্থাগার নিয়ে বিধানসভায় সরব নওশাদ

রূপসী বাংলা

ইতিহাসের পাতায় আমি আছি, আমি থাকব

সম্পাদকীয়

বোমাবাজিতে উত্তপ্ত ধুলিয়ানের ৮নম্বর ওয়ার্ড

সাধারণ

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বুধবার
৬ ডিসেম্বর, ২০২৩
১৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩০
২১ জমাদিয়াল আউয়াল, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

আর্চারের আইপিএল খেলা আটকে দিল ইংল্যান্ড

খেলতে খেলতে

Vol.: 18 ■ Issue: 328 ■ Daily APONZONE ■ 6 December 2023 ■ Wednesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

টানা তৃতীয়বার দেশের সবচেয়ে নিরাপদ শহর হল কলকাতা

আপনজন ডেস্ক: ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর রিপোর্ট অনুযায়ী, টানা তৃতীয়বারের মতো ভারতের সবচেয়ে নিরাপদ শহর হল কলকাতা। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর (এনসিআরবি) এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, টানা তৃতীয়বারের মতো কলকাতা ভারতের সবচেয়ে নিরাপদ শহর হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এনসিআরবি-র তথ্য অনুযায়ী, ২০২২ সালে পূর্ব াঞ্চলীয় মহানগরীতে প্রতি লক্ষ মানুষের মধ্যে ৮৬.৫ টি কগনিজেবল অপরাধের ঘটনা ঘটেছে, তার পরেই রয়েছে পুনে (২৮০.৭) এবং হায়দ্রাবাদ (২৯৯.২)। কগনিজেবল অপরাধ হল ভারতীয় দণ্ডবিধি (আইপিসি) এবং এসএলএল (বিশেষ ও স্থানীয় আইন) এর ধারায় মামলা দায়ের করা হয়। এনসিআরবি-র রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২১ সালে কলকাতায় প্রতি লক্ষ মানুষের মধ্যে ১০৩.৪ টি কগনিজেবল অপরাধের মামলা নথিভুক্ত হয়েছিল, যা এ বছর কমে দাঁড়িয়েছে ৮৬.৫-এ। ২০২০ সালে এই সংখ্যা ছিল ১২৯.৫। ২০২১ সালে পুনে এবং হায়দ্রাবাদে প্রতি লক্ষ জনসংখ্যায় যথাক্রমে ২৫৬.৮ এবং ২৫৯.৯ টি অপরাধের ঘটনা ঘটেছে। ২০ লক্ষেরও বেশি জনসংখ্যার ১৯ টি শহরের মধ্যে তুলনা করার পরে ব্যাঙ্কিং জারি করা হয়। কলকাতায় মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধের হার প্রতি লক্ষ জনসংখ্যায় ২৭.১।

বাংলায় সিনেমা করতে মমতার আর্জি সলমনকে

আপনজন ডেস্ক: বাংলা ভয় পায় না। আমরা ভারতবর্ষকে ভালোবাসি। বাংলাকে ভালবাসি। মুম্বাইকে ভালবাসি। আমরা সমস্ত জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে ভালোবাসি। মঙ্গলবার নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে ২৯ তম ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের উদ্বোধনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন ,বাংলায় প্রচুর জায়গা আছে সেখানে আসুন মুম্বাইয়ের শিল্পীরা। এখানে শুটিং করতে আসুন। সিনেমা শুটিং করতে যান সুন্দরবন, হাওড়া হুগলি , উত্তর ২৪ পরগনা,মিরিক, দার্জিলিং সহ উত্তরবঙ্গে সর্বত্র। বাংলার চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রিকে টলিউডের শুটিং এর সঙ্গে যুক্ত করুন, আহ্বান মুখ্যমন্ত্রীর। এরপর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভাইজান সলমান খানের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনি প্রতিজ্ঞা করুন, ভাইজান কথা দিন, যে এখানে বাংলায় ফিল্ম একাডেমি থেকে শুরু করে সবকিছু তৈরি আছে। বাংলায় চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে মুম্বাই তথা টলিউডকে যুক্ত করে শুটিং করবেন। সলমান খানকে মাইক হাতে নিয়ে প্রতিজ্ঞা করার আর্জি জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপর সলমান খান হাতে মাইক্রোফোন তুলে নিয়ে বলেন ,আমি কথা দিলাম এখানে অর্থাৎ বাংলায় শুটিং করতে আসবো। মুখ্যমন্ত্রী তার ভাষণে আরো বলেন ,বাংলা দেশের সাংস্কৃতিক রাজধানী। বাংলা এখন ফিল্ম ডেস্টিনেশন হতে পারে। বাংলার মত অতিথি পরায়ণ কেউ নেই । বাংলায় সিনেমা করুন । আনন্দে থাকুন । আনন্দ করুন। সিনেমার ভাষা সর্বজনীন। বাংলার মানুষ সিনেমার কদর জানে। বাংলা পরিচালকদের অবদান অনস্বীকার্য। মুখ্যমন্ত্রী আবেদন বলিউডের প্রযোজকরা বাংলাকে প্রমোট করুন। সকলের উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য, নিজেকে কখনো দুর্বল ভাববেন না। আরোও ভালো করে কাজ করতে হবে। বাংলাকে জগৎসভাতে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। বাংলা জগৎসভায় বিভিন্ন অ্যাওয়ার্ড - এ ভূষিত হয় সেভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। বক্তব্যের শেষে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটি তার নিজের হাতে আঁকা ছবি সলমান খানকে উপহার দেন।

কেন্দ্রের নতুন বিলে মতের মিল না হলেই মিলবে জঙ্গি তকমা: ফিরহাদ

আপনজন ডেস্ক: কেন্দ্রীয় সরকার সন্ত্রাসবাদী দমনে যে নতুন বিল আনছে তাতে সাংবাদিক সহ সাধারণ মানুষের বড় বিপদ আসছে। মঙ্গলবার বিধানসভায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই মন্তব্য করেন রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। তিনি বলেন যারা দেশের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ করছে যারা আমেরিকান সেন্টারে হামলা চালিয়েছে আমরা সেই সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কিন্তু সন্দেহের বসে আর যার সঙ্গে মতে নীল হবে না তাকে সন্ত্রাসবাদী তকমা দিয়ে বিষ আটকে রাখবে এটা ঠিক নয়। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড অনুযায়ী উত্তর প্রদেশ দিল্লি এই শহরগুলোতে অপরাধের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। কলকাতায় সাধারণ মানুষের কথা আমরা ভাবি তাই এই শহর তথ্য অনুযায়ী সবচেয়ে নিরাপদ।, মন্তব্য ফিরহাদের। আইপিসি-র নতুন নাম ভারতীয় ন্যায় সংহিতা। সিআরপিসি-র নতুন নাম ভারতীয় সুরক্ষা সংহিতা। লি-রনতুন নাম ভারতীয় সাক্ষ্য বিল। পুলিশ শেষ কথা বলবে না। সাধারণ মানুষের সমস্যার মধ্যে পড়বে এই আইন প্রযোজ্য হলে। পুলিশের হাতে ক্ষমতা বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। ১০০ জন অপরাধী শাস্তি পাচ্ছে আর একজন নিরপরাধ শাস্তি পেলে সেটা খারাপ। এই আইন সাধারণ মানুষের সর্বনাশ করবে। যাকে তাকে সন্ত্রাসবাদী তকমা দিয়ে ফাঁসিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হবে, মন্তব্য ফিরহাদ হাকিমের।

মাদ্রাসা ও শিক্ষকদের নথি যাচাই আপাতত বন্ধ করে দিল উত্তরপ্রদেশ

আপনজন ডেস্ক: উত্তরপ্রদেশ সরকার মাদ্রাসা এবং শিক্ষকদের নথিপত্র পরীক্ষা করার জন্য গত ১ ডিসেম্বর একটি আদেশ জারি করেছিল, যার পরে রাজ্যের ানুদানপ্রাপ্ত মাদ্রাসাগুলিতে তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। এরপর উত্তরপ্রদেশের মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. ইফতিখার আহমেদ জাভেদ উত্তরপ্রদেশের সংখ্যালঘু কল্যাণ মন্ত্রী ধরম পাল সিংয়ের কাছে এই নির্দেশ বাতিলের দাবি জানিয়ে বলেছিলেন, এটি শিক্ষা এবং আসন্ন পরীক্ষাগুলিতে মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে। এরপর এরপর উত্তরপ্রদেশের সংখ্যালঘু কল্যাণ মন্ত্রী ধরম পাল সিংয় মাদ্রাসা ও সেকানকার শিক্ষকদের নথি যাচাইয়ের নির্দেশ বাতিলের নির্দেশ দিয়েছেন। এই নির্দেশেমাদ্রাসার শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারীদের মধ্যে আনন্দের পরিবেশ বিরাজ করছে। যদিও সংখ্যালঘু কল্যাণের ডিরেক্টর সাহায্যপ্রাপ্ত এবং অনুদানপ্রাপ্ত মাদ্রাসাগুলির পরিদর্শনের নির্দেশ জারি করায় মাদ্রাসার মধ্যে ভয়ের পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। এই বিষয়ে, অল ইন্ডিয়া টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন, মাদ্রাসা আরাবিয়ার সাধারণ সম্পাদক ওয়াহেদুল্লাহ সাঈদী উত্তরপ্রদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানের সাথে যোগাযোগ করে অনুরোধ করেন ভয়েরি পরিস্থিতি নিরসনের জন্য। অবশেষে সেই উদ্বেগের অবসান ঘটতে চলেছে নথি যাচাইয়ের নির্দেশ বাতিল করায়।

নীতীশ-মমতারা আসবেন না, তাই 'ইন্ডিয়া'র বৈঠক ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বিহারের নীতীশ কুমার, উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদব এবং তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন থাকতে পারবেন না বলে 'ইন্ডিয়া' জোটের বৈঠক পিছিয়ে দিল কংগ্রেস। মঙ্গলবার দুপুরে দলীয় সূত্রে জানা যায়, যেহেতু বিরোধী জোটের বেশ কয়েকজন শীর্ষ নেতা নেত্রী ওই বৈঠকে হাজির না থাকার কথা বলেছেন তাই বুধবার বাবরি মসজিদ ধ্বংসের দিন ওই বৈঠক বসছে না। তা পিছিয়ে দেওয়া করা হচ্ছে ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে। সূত্রের খবর পরবর্তী বৈঠক ১৮ ডিসেম্বর হতে পারে যদিও সবার সঙ্গে কথা বলে দিন স্থির করা হবে। ৩ ডিসেম্বর চার রাজ্যের ভোট গণনা চলাকালীন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে 'ইন্ডিয়া' জোটের বৈঠক ডাকার কথা ঘোষণা করেছিলেন।

৬ ডিসেম্বর দুপুরে দিল্লিতে খাড়গের বাসভবনে তা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু একে একে বড় নেতারা না আসার কথা জানাতে থাকেন। তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গতকাল সোমবারই জানিয়ে দেন, ওই দিন তিনি দিল্লি যেতে পারবেন না। কারণ, তিনি উত্তরবঙ্গ সফর করবেন। এক সপ্তাহের সেই কর্মসূচি আগেই ঠিক করা হয়েছে।

মঙ্গলবার জেডিইউ নেতা নীতীশ কুমার ও সমাজবাদী পার্টির নেতা অখিলেশ যাদবও জানিয়ে দেন তাঁরা বৈঠকে উপস্থিত থাকতে পারবেন না। তবে তাঁদের বদলে অন্য নেতারা যাবেন। নীতীশের দলের প্রতিনিধি হিসেবে থাকবেন রাজীব রঞ্জন ও সঞ্জয় ঝা, অখিলেশের বদলে হাজির হবেন তাঁর কাকা ও রাজ্যসভার সদস্য রামগোপাল যাদব। তৃণমূল কংগ্রেস অবশ্য জানায়নি বৈঠক হলে দলের পক্ষে কে হাজির হবেন।

বুধবার তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী স্ট্যালিনও জানান, সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় 'মিগজাউম'-এর তাণ্ডবে সৃষ্ট বন্যা পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য তাঁর পক্ষে দিল্লি আসা সম্ভব নয়। তিনি উদ্ধার ও ত্রাণের কাজে ব্যস্ত। চার শীর্ষ নেতার অনুপস্থিতির দরুন কংগ্রেস সভাপতি বৈঠক পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কংগ্রেস সূত্রের খবর, দলের শীর্ষ নেতৃত্ব চায় না বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ নেতারা অনুপস্থিত থাকুন। তাতে বৈঠক ফলপ্রসূ হবে না। সেই কারণে বৈঠক পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত।

চার রাজ্যে কংগ্রেসের বিপর্যয়ের দরুন 'ইন্ডিয়া' জোটের শরিকেরা হতাশ। কিছুটা ক্ষুব্ধও। কারণ, রাজস্থান, মধ্য প্রদেশ, ছত্তিশগড় ও তেলেঙ্গানায় 'ইন্ডিয়া' শরিকদের সঙ্গে আসন সমঝোতায় কংগ্রেস রাজি হয়নি। মধ্য প্রদেশে এ নিয়ে অখিলেশের সঙ্গে কংগ্রেস নেতা কমলনাথের মন-কষাকষিও হয়। আলোচনা সত্ত্বেও কংগ্রেস বাড়তি আসন ছাড়তে চায়নি। কমলনাথকে 'অখিলেশ-টখিলেশ' জাতীয় মন্তব্যও করতে শোনা গেছে। কংগ্রেসের ভরাডুবির পর অন্য শরিকেরা এখন তাঁকে চাপে রাখতে চাইছে, যাতে নিজেদের রাজ্যে কংগ্রেসকে বাড়তি আসন ছাড়তে না হয়। বিজেপি অবশ্য কটাক্ষ করতে ছাড়ছে না। পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার এ নিয়ে বলেন, 'মমতা বৈঠকে থাকবেন না; কারণ, তিনি বুঝে গেছেন 'ইন্ডিয়া' জোটের কোনো ভবিষ্যৎই নেই।'

মুসলিমদের কল্যাণে ৫ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ সঠিক সিদ্ধান্ত: কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী

আপনজন ডেস্ক: কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া মঙ্গলবার বলেছেন, রাজ্যের বাজেটে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কল্যাণে ৪,০০০-৫,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করার মধ্যে কোনও ভুল নেই। এটি সঠিক সিদ্ধান্ত। মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া সুবর্ণসৌধে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে এই মন্তব্য করেন।

এর আগে, সোমবার সন্ধ্যায় হুবলিতে একটি মুসলিম সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি সম্প্রদায়ের কল্যাণে ৪,০০০ থেকে ৫,০০০ কোটি টাকা সংরক্ষণ করবেন।মুখ্যমন্ত্রী প্রশ্ন তোলেন, "এই বক্তব্যে ভুল কী?" রাজ্যে মুসলিমদের সুরক্ষা নিয়ে তাঁর বক্তব্যনিয়ে বিজেপির আপত্তির জবাবে সিদ্দারামাইয়া বলেন, আমি বলেছি যে মুসলিমসহ সবাইকে সুরক্ষা দেওয়া হবে।

তিনি তার বক্তব্যের কেবল একটি অংশকে সম্ভাব্যভাবে তুলে ধরার জন্য এবং বৃহত্তর প্রেক্ষাপটকে অবহেলা করার জন্য গণমাধ্যমের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করেন। খরা পরিস্থিতির মধ্যে কৃষকরা ক্ষতিপূরণের অপেক্ষায় রয়েছেন এবং তিনি মুসলমানদের সন্তুষ্ট করতে ব্যস্ত রয়েছেন, সে সম্পর্কে বিজেপির সমালোচনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে সিদ্দারামাইয়া বিবৃতিগুলিতে 'নুনের ছিটে' দেওয়ায় এবং পক্ষপাতদুষ্টভাবে প্রশ্ন করার জন্য মিডিয়ার সমালোচনা করেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন, তার মূল বিবৃতিটি সরকারের সমস্ত সম্প্রদায়ের সুরক্ষার অন্তর্ভুক্ত ছিল। মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া উল্লেখ করেন, ৫০ লক্ষ টাকার চেক প্রস্তুত রয়েছে এবং শীঘ্রই ক্যাপ্টেন এম ভি প্রাঞ্জলের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে। গত ২২ নভেম্বর জম্মু ও কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে এনকাউন্টারে নিহত ক্যাপ্টেন প্রাঞ্জলের পরিবারকে সম্মাননা না দেওয়ার জন্য সমালোচচিত হয়েছিলেন সিদ্দারামাইয়া।

৭ ডিসেম্বর তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ রেবন্ত রেড্ডির

আপনজন ডেস্ক: ৭ ডিসেম্বর তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন রেবন্ত রেড্ডি। বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে কংগ্রেস মঙ্গলবার এ রেবন্ত রেড্ডিকে তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মনোনীত করেছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এআইসিসি-র সাধারণ সম্পাদক কে সি বেণুগোপাল এই ঘোষণা করেন। আগামী ৭ ডিসেম্বর মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন রেবন্ত রেড্ডি। অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির (এআইসিসি) সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, দলের নেতা সোনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী এবং অন্যান্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন তিনি।

তিনি তেলেঙ্গানার দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রী হবেন এবং কে চন্দ্রশেখর রাওয়ের স্থলাভিষিক্ত হবেন, যার দল বিআরএস ৩০ নভেম্বর অনুষ্ঠিত নির্বাচনে কংগ্রেসের কাছে ক্ষমতা হারিয়েছে। দিল্লিতে দলের ঘোষণার পরপরই রেবন্ত রেড্ডি একটি হোটেল থেকে তাঁর বাসভবনের উদ্দেশ্যে রওনা হন, যেখানে তিনি ৩ ডিসেম্বর থেকে সমস্ত বিধায়কদের সাথে অবস্থান করছিলেন। মঙ্গলবার রাতে তিনি জাতীয় রাজধানীর উদ্দেশে রওনা হবেন। তেলেঙ্গানার দায়িত্বপ্রাপ্ত এআইসিসি সাধারণ সম্পাদক মানিকরাও ঠাকরে এবং কর্ণাটকের উপ-মুখ্যমন্ত্রী ডি কে শিবকুমারের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী পদের দৌড়ে থাকা প্রবীণ নেতা উত্তম কুমার রেড্ডি এবং মাল্লু ভাট্টি বিক্রমারকা এখনও দিল্লিতে অবস্থান করছেন। কেন্দ্রীয় নেতারা রাজ্য মন্ত্রিসভার গঠন রে বিষয়ে রেবন্ত রেড্ডির সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

বেণুগোপাল এআইসিসি সদর দফতরে সাংবাদিকদের বলেন, কংগ্রেস সভাপতি তেলেঙ্গানা কংগ্রেস বিধায়ক দলের নেতা হিসাবে রেবন্ত রেড্ডির সাথে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বেণুগোপাল বলেছিলেন যে রেবন্ত রেড্ডি একজন গতিশীল নেতা যিনি উত্তম কুমার রেড্ডি এবং মাল্লু ভাট্টি বিক্রমারকার মতো অন্যান্য সিনিয়র নেতাদের সাথে রাজ্যে ব্যাপক প্রচার করেছিলেন।

তিনি বলেন, "এআইসিসি খুব নিশ্চিত যে নতুন সরকারের প্রথম এবং সর্বাধিক অগ্রাধিকার হল তেলেঙ্গানার জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা, বিশেষত আমরা জনগণকে যে গ্যারান্টি দিয়েছি তা পূরণ করা।

তিনি আরও বলেন, "এটি একটি পরিচ্ছন্ন, অত্যন্ত উদ্যমী এবং সক্ষম সরকার হতে চলেছে যা তেলেঙ্গানার জনগণকে সর্বাধিক শাসন প্রদান করতে চলেছে। উপমুখ্যমন্ত্রী এবং মন্ত্রীদের সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গিয়ে বেণুগোপাল বলেছিলেন যে দল সমস্ত সিনিয়র নেতাদের স্বীকৃতি দেবে। "এটা একটা দল হবে, ওয়ান ম্যান শো নয়। কংগ্রেস দলের সঙ্গে যাবে।

কংগ্রেসের নবনির্বাচিত বিধায়করা এআইসিসি সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেকে সিএলপির নেতা নিয়োগের অনুমতি দেওয়ার একদিন পরেই এই ঘোষণা এল। সোমবার হায়দরাবাদে বিধায়কদের বৈঠকে উপস্থিত এআইসিসি পর্যবেক্ষক ডি কে শিবকুমারের পেশ করা রিপোর্ট বিবেচনা করে দলের সাংসদ রাহুল গান্ধী এবং বেণুগোপালের সাথে পরামর্শ রে পরে খাড়গে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। রেবন্ত রেড্ডি বর্তমানে তেলেঙ্গানা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি। তিনি দলের নির্বাচনী প্রচারণায় নেতৃত্ব দেন। ৩০ শে নভেম্বর অনুষ্ঠিত নির্বাচনে, কংগ্রেস দল ভারত রাষ্ট্র সমিতি (বিআরএস) থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয় এবং ১১৯ সদস্যের বিধানসভায় ৬৪ টি আসন লাভ করে। ৩ ডিসেম্বর নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর পরই সমস্ত নবনির্বাচিত বিধায়কদের গাচিবাউলির এলা হোটেলে স্থানান্তরিত করা হয়।

আল-কুরআন এখন আরও সহজ হলো ● এই প্রথম পড়া এবং শোনা একসাথে
মূল আরাবিসহ সহজ বাংলা অনুবাদ ও সঠিক উচ্চারণ
আল-কুরআন
অনুবাদক : বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ ঐতিহাসিক গোলাম আহমাদ মোর্তজা(রহ:)
বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশিত কুরআনটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য সমূহ
- বাংলা অনুবাদে এত সহজ শব্দের ব্যবহার এই প্রথম।
- সহজ গদ্যে শুদ্ধ বঙ্গানুবাদ।
- সঠিক বাংলা উচ্চারণ
- বিশ্ববিখ্যাত দু'জন ক্বারির কণ্ঠে সমগ্র কুরআন শোনার ব্যবস্থা।
- পারার শেষে নৈতিক শিক্ষামূলক আরাবি ক্যালিগ্রাফিসহ বঙ্গানুবাদ।
- প্রতিটি সূরার বৈশিষ্ট্য, শানে নুযুল, টীকাসহ প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা।

QR কোডসহ
সমগ্র কুরআন এক খণ্ডে ১১৫০৲
দুই খণ্ড একত্রে আকর্ষণীয় গিফ্‌ট প্যাকসহ ১৪০০৲

গোলাম আহমাদ মোর্তজার গ্রন্থাবলী :
- চেপে রাখা ইতিহাস ৪৫০৲
- সিরাজুদ্দৌলার সত্য ইতিহাস ও রবীন্দ্রনাথ ৩০০৲
- বিভিন্ন চোখে স্বামী বিবেকানন্দ ৩০০৲
- এ এক অন্য ইতিহাস ২৫০৲
- বজ্রকলম ২৫০৲
- বাজেয়াপ্ত ইতিহাস ৯০৲
- ধর্মের সহিংস ইতিহাস ১২০৲
- ইতিহাসের এক বিস্ময়কর অধ্যায় ১১০৲
- পুস্তক সম্রাট ৯০৲
- অনন্য জীবন ১৫০৲
- মুসাফির ১১০৲
- সৃষ্টির বিস্ময় ৭০৲
- জাল হাদীস ও বিশ্বসমাজ ৮০৲
- ৪৮০টি হাদীস ও বিশ্বসমাজ ৮০৲
- এ সত্য গোপন কেন? ৩০৲
- সেরা উপহার ৩০
- রক্তমাখা ছন্দ ৩০৲
- রক্তমাখা ডায়েরী ৩০৲

বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন
বর্ণপরিচয়, বি-৯ কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলকাতা-৭০০ ০০৭
ফোন-০৩৩-২২৫৭ ০০৪২ ৯৮৩০০১২৯৪৭

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৮ বর্ষ, ৩২৮ সংখ্যা, ১৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩০, ২১ জমাদিয়াল আউয়াল, ১৪৪৫ হিজরি

শান্তি-অশান্তি

কবি বলিয়াছেন যে, এই পৃথিবী মানবের তরে, দানবের তরে নহে; কিন্তু কবি যতই মানবতা ও বিবেকের কথা বলুন, তাহাতে যুদ্ধবাজদের কিছুই যায় আসে না। কথায় বলে, চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনি। যাহারা যুদ্ধবাজ ও আধিপত্যবাদী, তাহাদের নিকট ধর্ম ও নীতি-নৈতিকতার কথা মূল্যহীন। বিশ্বব্যবস্থার এক ক্রান্তিলগ্নে ও বিশৃঙ্খল মুহূর্তে সমগ্র পৃথিবীটা যেন কেমন নিষ্ঠুর ও নির্মম হইয়া গিয়াছে! ইউক্রেন ও রাশিয়ার মধ্যকার যুদ্ধেও আমরা ফিলিস্তিনের গাজায় মানবতার কবর রচিত হইতে দেখিতেছি। ফিলিস্তিন গত এক বত্সর ধরিয়াই ছিল অশান্ত, অধিকতর অস্থিতিশীল। আর এখন বোমার আঘাতে বিধ্বস্ত ও বিরান ভূমি। সমগ্র পৃথিবীর মানুষ তাহাদের অর্ধশতাব্দী ধরিয়া চলা সংকটের কোনো সুরাহা করিতে পারিল না! এই ব্যর্থতা যেমন জাতিসংঘের, তেমনি এই গ্রহে বসবাসকারী প্রত্যেক মানুষেরও বটে। যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজাবাসী আর্তনাদ করিয়া চলিয়াছেন; কিন্তু তাহাদের এই আহাজারি বিশ্বনেতাদের কর্ণকুহরে পৌঁছিতেছে বলিয়া মনে হয় না। এমনকি এই যুদ্ধকে কেন্দ্র করিয়া বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বড় বড় বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হইয়াছে। অথচ শান্তিকামী মানুষের যুদ্ধবন্ধের আহ্বানকে কোনো তোয়াক্কাই করা হইতেছে না। উপরন্তু অর্থ ও অস্ত্র দিয়া সহযোগিতা করিবার ঘটনাও ঘটিতেছে। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় যুদ্ধ বন্ধে অনুষ্ঠিত হইয়াছে বৃহত্তর গণসমাবেশ। তাহারা গাজাবাসীর প্রতি নৃশংসতাকে গণহত্যার সহিত তুলনা করিয়াছেন। তাহারা বলিয়াছেন যে, ৭০ বত্সর পর্যন্ত ফিলিস্তিনিরা তাহাদের স্বাধীনতা অর্জন করিতে পারেন নাই। তাহাদের কথা শুনিবার এখনই সময়। গাজায় যুদ্ধবিরতির দাবিতে লন্ডন, বার্লিন, প্যারিস, ইতালিসহ ইউরোপ জুড়িয়াই বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বিক্ষোভ হইয়াছে বাংলাদেশসহ বিভিন্ন মুসলিম বিশ্বেও। এমনকি খোদ ইসরাইলেও যুদ্ধবন্ধের দাবিতে বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এখনো বিশ্বের আনাচকানাচ শান্তিকামী মানুষের প্রতিবাদ কর্মসূচি অব্যাহত রহিয়াছে। গাজায় নৃশংস এই হত্যাযজ্ঞের শেষ কোথায়? সর্বশেষ খবর অনুযায়ী যুদ্ধবিরতি শেষ হওয়ার পর গাজায় ইসরাইলি বর্বরতা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। চালানো হইয়াছে বাংকার বাস্টার বোমাহামলা। ইহাতে এক দিনেই নিহত হইয়াছে ৭০০ ফিলিস্তিনি। ইহার অধিকাংশই নারী ও শিশু। দক্ষিণ গাজায় ফিলিস্তিনিদের এলাকা ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার কথা বলিয়া এখন সেইখানেই শক্তিশালী বোমাবর্ষণ চলিতেছে। অসহায় ফিলিস্তিনিদের এখন মিশরের দিকে ঠেলিয়া দেওয়ার চেষ্টা চলিতেছে। ইহাতে সেইখানে বড় ধরনের মানবিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। সেইখানকার হাসপাতালগুলির অবস্থা এখন আরো নাজুক। ইতিমধ্যে গাজার ১৫ লক্ষ মানুষ বাস্তুচ্যুত হইয়াছেন। বেসামরিক মানুষ, আবাসিক এলাকা, উপাসনালয়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমনকি শরণার্থী শিবির ও হাসপাতালে হামলা চালানো অত্যন্ত ন্যক্কারজনক। ইহা মানবাধিকারের চরম সীমা লঙ্ঘন। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, এই পর্যন্ত গাজায় ইসরাইলি হামলায় ১৫ হাজার দুই শতেরও অধিক ফিলিস্তিনি নিহত হইয়াছেন। আহত হইয়াছেন ৪০ সহস্রাধিক। উত্তর গাজাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করিবার পর এখন দক্ষিণ গাজায় হামলা চালানো হইতেছে নির্বিচারে। কোথাও কোথাও সম্পূর্ণ এলাকা ধুলার সহিত মিশাইয়া দেওয়া হইয়াছে। স্যাটেলাইটের তথ্য বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যায়, গাজা জুড়িয়া অন্তত ৯৮ হাজার ভবন বিধ্বস্ত হইয়াছে।

গাজাতে যাহা ঘটিতেছে তাহা অত্যন্ত নিন্দনীয়। এই রকম নির্মম ও নৃশংস মৃত্যুর ঘটনা একবিংশ শতাব্দীতে আসিয়াও দেখিতে হইবে, তাহা আমরা ভাবিতে পারি নাই। নৃশংস হামলার দৃশ্য আন্তর্জাতিক চ্যানেলে দেখিয়া আমরা শোকে নিস্তব্ধ ও পাথর হইয়া যাইতেছি। বর্তমান বিশ্বে কোনো পক্ষই যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারে না। আফগানিস্তান, সিরিয়া, ফিলিস্তিন প্রভৃতি দেশ তাহার প্রমাণ। সেই সকল দেশে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু ও বাস্তুচ্যুত হওয়ার ঘটনার মধ্য দিয়া ইহাই প্রমাণিত হয় যে, যুদ্ধে বারংবার মানবতারই পরাজয় হয়। শিশু ও নারীসহ লক্ষ লক্ষ বনি আদমের মৃত্যুর বিভীষিকা, অগণিত পঙ্গু মানুষের ভুবনবিদারী আর্তনাদ ছাড়া যুদ্ধে তেমন কিছুই অর্জিত হয় না। অতএব, গাজা ও ইউক্রেনে যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ হউক, সর্বত্র মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত হউক—ইহাই আমরা প্রত্যাশা করি।

• • • • • • • • • • • •

ইউক্রেন যুদ্ধ কি ইচ্ছাকৃতভাবে দীর্ঘায়িত করা হচ্ছে?

বিশ্বাস করা কঠিন, যে যুদ্ধ কয়েক দিন বা মাসের ব্যবধানে বন্ধ হয়ে যেতে পারত, তা এখনো চলছে। ২০২২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনে সামরিক অভিযান শুরু করে রাশিয়া। খুব সহজেই ইউক্রেনকে কবজা করা যাবে—রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের এমন ধারণা থেকেই ইউক্রেন যুদ্ধের শুরু। এরপর লম্বা সময় গড়িয়েছে, কিন্তু যুদ্ধ বন্ধের কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। লিখেছেন ব্র্যাংকো মার্সেটিক।

বিশ্বাস করা কঠিন, যে যুদ্ধ কয়েক দিন বা মাসের ব্যবধানে বন্ধ হয়ে যেতে পারত, তা এখনো চলছে। ২০২২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনে সামরিক অভিযান শুরু করে রাশিয়া। খুব সহজেই ইউক্রেনকে কবজা করা যাবে—রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের এমন ধারণা থেকেই ইউক্রেন যুদ্ধের শুরু। এরপর লম্বা সময় গড়িয়েছে, কিন্তু যুদ্ধ বন্ধের কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। দুই বছরের গণ্ডি স্পর্শ করতে চলা এই যুদ্ধ যেন কোনোভাবেই থামার নয়! এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, কী কারণে, কোন পক্ষের দোষে ইউক্রেন যুদ্ধের ইতি ঘটানো যাচ্ছে না?

মনে থাকার কথা, স্থায়ী যুদ্ধবিরতির জন্য গত বছর উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল তুরস্ক। আংকারার দূতিয়ালিতে দুই দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে শান্তি সংলাপের আয়োজন করা হয়, কিন্তু কিছু দূর এগোনোর পর ভেস্তে যায় আলোচনা। মজার ব্যাপার হলো, এ নিয়ে 'নতুন কথাবার্তা' শোনা যাচ্ছে। সেই উদ্যোগ ভেস্তে যাওয়ার জন্য যুক্তরাজ্যের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনকে দায়ী করে ইউক্রেনের এমপি ডেভিড আরখামিয়ার দেওয়া এক সাক্ষাত্কার সম্প্রতি নতুন করে আলোচনার জন্ম দিয়েছে। ২০২২ সালের মে মাসে ঐ সাক্ষাত্কার সামনে আসে।

আরখামিয়ার কথার সূত্র ধরে অনেকে বলছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যসহ পশ্চিমা বিশ্বের কিছু সরকার সম্ভবত চায়নি এই যুদ্ধ বন্ধ হোক। ফলপ্রসূ শান্তি আলোচনা ও সমঝোতার মাধ্যমে ইউক্রেন যুদ্ধের অবসান ঘটুক। এটা বিশ্বাস করা কঠিন বটে, কিন্তু পুরোপুরি অস্বীকার করার মতোও নয়। যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার পেছনে পশ্চামিদের ভূমিকাকে কোনোভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করা আসলেই কঠিন। তবে আরখামিয়ার কথার পরিপ্রেক্ষিতে পেছনের ঘটনার সঙ্গে বর্তমান বাস্তবতা মিলিয়ে দেখা যেতে পারে।

ডেভিড আরাখামিয়া হচ্ছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির 'সার্ভেন্ট অব দ্য পিপল' পার্টির সংসদীয় নেতা। মস্কোর সঙ্গে শান্তি আলোচনায় ইউক্রেনীয় প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি। সাংবাদিক নাটালিয়া মোসিচুককে দেওয়া এক টেলিভিশন সাক্ষাত্কারে আরাখামিয়া বলেন, 'রাশিয়ার চাওয়া ছিল, আমরা (ইউক্রেন) নিরপেক্ষতার পথ অবলম্বন করে চলি। এর অর্থ, আমরা যেন ন্যাটোতে যোগদান না করি—এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দিই। সত্যি বলতে, কিয়েভ নিরপেক্ষ অবস্থানের পথে হাঁটলেই যুদ্ধ শেষ করতে রাজি ছিল মস্কো।'

কিয়েভ ন্যাটোয় যোগদানের আশা না ছাড়ার কারণে আলোচনা শেষ পর্যন্ত ভেস্তে যায়। প্রশ্ন হলো, মস্কোর প্রস্তাবে সে সময় কিয়েভ রাজি হয়নি কেন? আরাখামিয়ার বক্তব্য, এর পেছনে বেশ কয়েকটি কারণ ছিল। ন্যাটোভুক্ত হওয়ার জন্য ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনের সংবিধানে যে সংশোধন আনা হয়, তা পরিবর্তন করার প্রয়োজন পড়ে এক্ষেত্রে। ইউক্রেন হয়তোবা তাতে রাজিও ছিল, কিন্তু এ বিষয়ে কথা বলতে সে সময় কিয়েভে উড়ে যান যুক্তরাজ্যের তত্কালীন প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন। পশ্চিমা বিশ্বের পক্ষ থেকে জনসনের বার্তা ছিল, 'পশ্চিমারা মস্কোর সঙ্গে কোনো ধরনের চুক্তিতে স্বাক্ষর করবে না।' জনসন ইউক্রেনীয় কর্মকর্তাদের বোঝাতে চেষ্টা করেন, 'আসুন, লড়াই করি। একমাত্র লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই এই যুদ্ধের অবসান ঘটবে।'

সাক্ষাত্কারে আরাখামিয়ার শেষ কথাগুলো ছিল, দর-কষাকষির পর শেষ পর্যন্ত হয়তো সমাধানের রাস্তা একটা বের হতোই। তবে এক্ষেত্রে কিয়েভ পড়ে যায় উভয় সংকটে। একদিকে রাশিয়ার প্রতি কিয়েভের আস্থার অভাব, অন্যদিকে ন্যাটো রাষ্ট্রগুলোর কাছ থেকে এ বিষয়ে সমর্থন না পাওয়া। এ দুইয়ের ফলে শান্তিচুক্তি মুখ থুবড়ে পড়ে।

আরাখামিয়ার ঐ সাক্ষাত্কার বিস্তৃতভাবে প্রকাশ পায় পশ্চিমাপন্থি ইউক্রেনস্কা প্রাভদা আউটলেটের এক রিপোর্টে। রিপোর্টে উঠে আসে, জনসন জেলেনস্কিকে বলেছিলেন, ইউক্রেন যদি রাশিয়ার প্রস্তাবে রাজি হয়, তাহলে তা কোনোভাবেই মেনে নেবে না পশ্চিমারা। মস্কোর সঙ্গে কোনো ধরনের শান্তিচুক্তিকে সমর্থন করবে না। রিপোর্টে এ-ও বলা হয়, পুতিনের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে অনড় ছিল পশ্চিমারা।

কিয়েভ ন্যাটোয় যোগদানের আশা না ছাড়ার কারণে আলোচনা শেষ পর্যন্ত ভেস্তে যায়। প্রশ্ন হলো, মস্কোর প্রস্তাবে সে সময় কিয়েভ রাজি হয়নি কেন? আরাখামিয়ার বক্তব্য, এর পেছনে বেশ কয়েকটি কারণ ছিল। ন্যাটোভুক্ত হওয়ার জন্য ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনের সংবিধানে যে সংশোধন আনা হয়, তা পরিবর্তন করার প্রয়োজন পড়ে এক্ষেত্রে। ইউক্রেন হয়তোবা তাতে রাজিও ছিল, কিন্তু এ বিষয়ে কথা বলতে সে সময় কিয়েভে উড়ে যান যুক্তরাজ্যের তত্কালীন প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন। পশ্চিমা বিশ্বের পক্ষ থেকে জনসনের বার্তা ছিল, 'পশ্চিমারা মস্কোর সঙ্গে কোনো ধরনের চুক্তিতে স্বাক্ষর করবে না।' জনসন ইউক্রেনীয় কর্মকর্তাদের বোঝাতে চেষ্টা করেন, 'আসুন, লড়াই করি। একমাত্র লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই এই যুদ্ধের অবসান ঘটবে।'

আরাখামিয়ার সাক্ষাত্কার বা ইউক্রেনস্কা প্রাভদার রিপোর্টকে মিথ্যা প্রমাণ করার কোনো সুযোগ নেই। কারণ, জনসন নিজেই এর প্রমাণ। ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর সঙ্গে ফোনে আলাপকালে 'জেলেনস্কিকে শান্তিচুক্তিতে স্বাক্ষর না করার জন্য বলেছি'—এমন কথা হয়েছে জনসনের। কথা বলার সময় তিনি বেশ কয়েক বার এই উদাহরণ টেনেছেন।

বিগত সময় জুড়ে বেশ কিছু লেখায় শান্তিচুক্তির বিষয়ে পশ্চিমাদের মনোভাবের বিষয়ে ধারণা পাওয়া গেছে। সবগুলোতেই দাবি করা হয়েছে, ইউক্রেন ও রাশিয়া শান্তির দ্বারপ্রান্তে ছিল, কিন্তু ন্যাটো রাষ্ট্রগুলোর কারণে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের শিকারে পরিণত হতে হচ্ছে ইউক্রেনকে। পশ্চিমাদের অনুমান ছিল, যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হলে তা রাশিয়াকে দুর্বল করে তুলবে। অস্থিতিশীল হয়ে উঠবে রুশ অর্থনীতি। বিভ্রান্ত হয়ে পড়বেন পুতিন। যদিও তা কতটা হয়েছে, প্রশ্নসাপেক্ষ।

আরাখামিয়ার দাবি যে সঠিক, তার আরেক প্রমাণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক জাতীয় নিরাপত্তা কর্মকর্তা ফিওনা হিলের বক্তব্য। হিলের ভাষ্য, 'জনসন এমন এক সময়ে কিয়েভ সফর করেন, যখন উভয় পক্ষ অস্থায়ী শান্তিচুক্তিতে পৌঁছানোর পর্যায়ে ছিল। তবে শেষ পর্যন্ত আলোচনা বন্ধ হয়ে যায়।'

এ বিষয়ে ইতিহাসবিদ নিল ফার্গুসনের কথাও বলতে হয়। তার ভাষ্যমতে, ২০২২ সালের মার্চ মাসের দিকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য যুদ্ধ বন্ধ করতে পারত। তবে দুই দেশের চাওয়া ছিল অন্য কিছু। বরং এক্ষেত্রে প্রত্যাশা ছিল পুতিন শাসনের অবসান ঘটানো। মস্কোর সঙ্গে আলোচনা অসম্ভব এবং কেবল যুদ্ধক্ষেত্রে বিজয় অর্জনের মাধ্যমেই এই সংঘাত শেষ করা যেতে পারে—এই কথায় অনড় ছিল পশ্চিমারা। রাশিয়ার হাতে দখল হওয়া ইউক্রেনের অঞ্চলগুলো পুনরুদ্ধারে এ ছাড়া আর কোনো পথ খোলা নেই—এটাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ছিল। তবে এই ধারণা যে সঠিক ছিল না, তা আজ পরিষ্কার।

সত্যি বলতে, ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে যেসব উদ্যোগ গ্রহণের কথা চিন্তা করা হয়েছে, তা পাত্তা পায়নি পশ্চিমাদের কাছে। কূটনৈতিক রেজল্যুশন উপেক্ষিত হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। অনেকেই বলার চেষ্টা করেছেন, ন্যাটোতে ইউক্রেনের যুক্ত হওয়ার ইচ্ছাই এই সংঘাতের কেন্দ্রবিন্দু বিধায় কিয়েভের এ বিষয় মাথা থেকে ঝেঁড়ে ফেলার মধ্য দিয়েই যুদ্ধের অবসান ঘটতে পারে। এরকম বহু যুক্তি এসেছে বিভিন্ন পক্ষ থেকে। তবে কোনোটাই পশ্চিমাদের নাগাল পায়নি।

আলোচনা ভেস্তে যাওয়ার পর প্রায় দুই বছর হতে চলেছে। সংঘাত বন্ধের কোনো রাস্তাই পাওয়া যাচ্ছে না। যুদ্ধের অভিঘাতে কেবল ক্ষয়ক্ষতিই বাড়ছে। চলমান যুদ্ধে ৩ লাখেরও বেশি সেনা কর্মকর্তা ও সদস্য হারিয়েছে ইউক্রেন। বেসামরিক ক্ষয়ক্ষতিও কম নয়। রাশিয়াও চুকিয়েছে বড় মূল্য। এই যুদ্ধে বহু সেনা হারিয়েছে মস্কো। মনে রাখতে হবে, যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হলে তা ইউক্রেনের জন্য গভীর অর্থনৈতিক সংকট ডেকে আনবে। জনসংখ্যাগত কিংবা আঞ্চলিক ক্ষয়ক্ষতিও বাড়তেই থাকবে। অর্থাত্, শান্তি আলোচনা ফলপ্রসূ হতে বাধা দেওয়া শুধু ইউক্রেনবাসীকে নয়, পুরো বিশ্বকেই বিপদে ফেলেছে। যুদ্ধ শুরুর পর পারমাণবিক শঙ্কা তৈরি হয়েছিল মাঝে। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে মার্কিন জনসাধারণকে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন আশ্বস্ত করেন, 'ভয়ের কিছু নেই।' তবে ভয় নামানো যায়নি মাথা থেকে। গত সেপ্টেম্বরে বাইডেন আবারও সতর্ক করে দিয়ে বলেন, 'বিশ্ব সম্ভবত বিগত ৬০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বড় পারমাণবিক শঙ্কার সম্মুখীন।'

রাশিয়া-ইউক্রেন শান্তি আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার পর আরো কয়েক বার এ বিষয়ে প্রচেষ্টা চালানো হয়। তবে দুঃখজনকভাবে প্রায় সব আয়োজন ভেস্তে গেছে। এখন কেবল অনিশ্চয়তা। বর্তমান বাস্তবতায় রাশিয়া ও ন্যাটোর মধ্যে যুদ্ধ লেগে গেলে তা অবাক করবে না আমাদের। এমনকি পারমাণবিক সংঘর্ষের ঘটনাও স্বাভাবিক মনে হবে। এই অর্থে বলতে হয়, কার্যকর কূটনৈতিক সমাধানের গুরুত্ব উপলব্ধি না করার কারণেই ইউক্রেন যুদ্ধ দীর্ঘতর হচ্ছে। কিয়েভের বিপর্যয়ের আসল কারণ এটাই। আর পশ্চিমাদের জন্য ইউক্রেন যুদ্ধ এক বিশেষ শিক্ষা। ভবিষ্যতের কোনো দ্বন্দ্ব সামলাতে এই শিক্ষা বেশ কাজে দেবে।

লেখক: ওয়াশিংটন পোস্ট, দ্য গার্ডিয়ান, ইন দিস টাইমস ও জ্যাকবিনের নিয়মিত কলামিস্ট। 'ইয়েস্টারডেস ম্যান: দ্য কেস অ্যাগেইনস্ট জো বাইডেন' বইয়ের লেখক

রেসপনসিবল স্টেট ক্রাফট থেকে অনুবাদ:

সেখ আব্দুল মান্নান

ইতিহাসের পাতায় আমি আছি, আমি থাকব

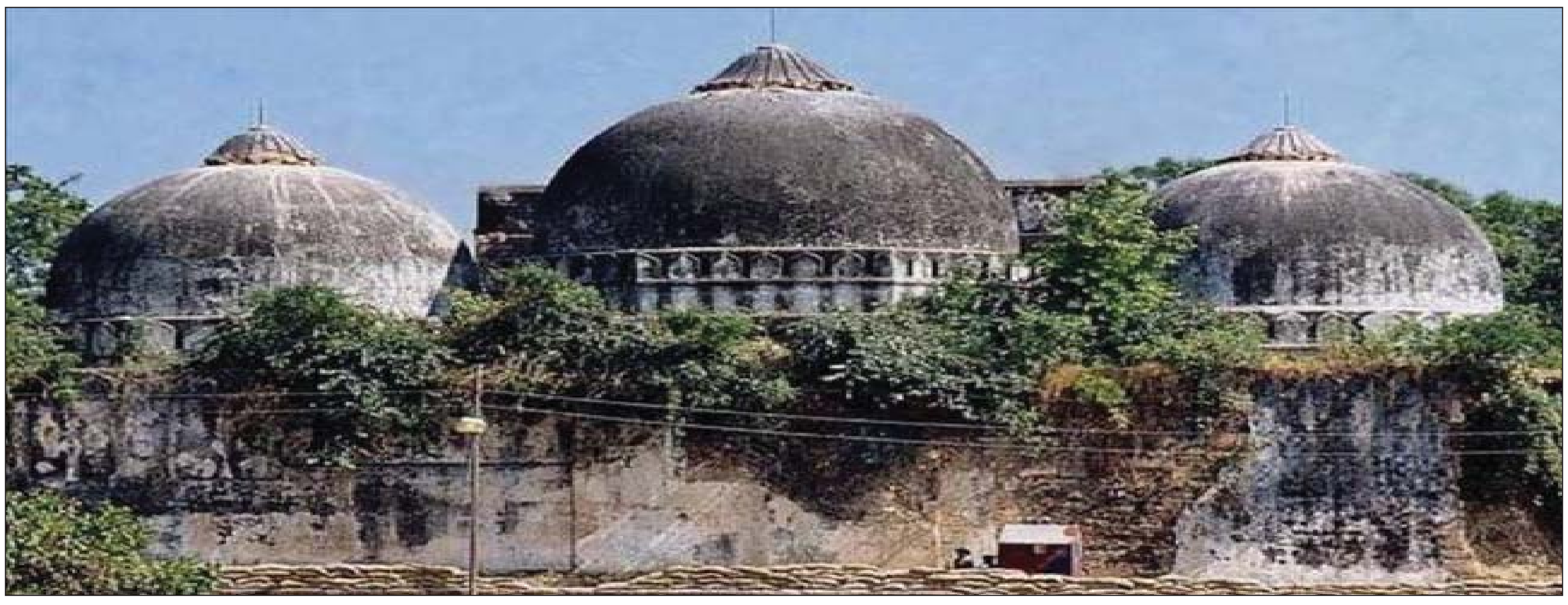

দেখতে দেখতে পেরিয়ে গেল তিনটে দশক, একটা বছর, আমার নিথর দেহে সংঘটিত হওয়া অমানবিক নির্যাতনের। নির্মমতার ছবি নিয়ে লেখা হয়েছিল কত পত্রপত্রিকায়। উন্মত্ততার ছবিতে ছবিতে মুখর হয়েছিল বোকা বাক্সর পর্দা। ধিক্কারে ধিক্কারে গর্জে উঠেছিল আসমুদ্র হিমাচল। তবু সেই নির্যাতনের কারিগররা অবিচল তাদের কৃত দুষ্কর্মের গৌরবগাথায়। ধাতব অস্ত্রের আঘাতে আঘাতে নির্দয়ভাবে আমার সর্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত করার বিন্দু অনুশোচনা নেই আজও । আমার অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন করতে আমার বুকে চালানো হয়েছিল বুলডোজার ।

ওরা কেন যে আমার ঐতিহাসিক ঐতিহ্যকে মিটিয়ে দিয়ে নতুন স্থাপত্য নির্মাণে ব্রতী হলো! বুঝল না ইতিহাস আর বর্তমানের ফারাক। বুঝল না আমার বুকে নতুন স্থাপত্য রচেও কয়েকশ বছরের ইতিহাসকে মোছা যাবে না। কৃত্রিম কায়দায় ভাঙা কাঁচ জোড়া লাগার পরে দগদগে দাগ থেকে যাওয়ার মতোই আমার ওপর গগনচুমি স্থাপত্য তৈরি করার পরেও ইতিহাসের পাতায় আমি আছি, আমি থাকব, অমর অক্ষয়। প্রজন্মের পর প্রজন্ম জানবে উন্নাসিক উন্মাদনায় আমার ওপর নির্মিত হয়েছে এক সৌর্য। নতুন স্থাপত্যের অভিপ্সায় আমার কলিজা ছিঁড়ে অনর্থক অনুসন্ধানে মত্ত হলো ওরা। কয়েকশ ফুট গভীরে সেঁদিয়ে আতাপাতি খুঁজল ইপ্সিত নিদর্শন। দুর্ভাগ্য, নির্বোধ প্রযুক্তির সাহায্যে ওরা যত নিচে নামতে লাগল আমি ততই সেঁদিয়ে যেতে লাগলাম গভীরে। যেখান থেকে আমাকে তুলতে পারবে না কোনদিন। আমাকে নিশ্চিহ্ন করে কেন যে ওরা নতুন স্থাপত্যের ভিত গেড়েছে আমার ভিতে! আমার ইট কাঠ পাথরের সত্ত্বাও বোঝে দুর্মুখদের দুর্বুদ্ধিতা। আগে যেমন আযানের ধ্বনিতে জাগত শিহরণ আমার শিরা উপশিরায়, আজও পুলকিত হই বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ আর ঘন্টাধ্বনিতে। ওরা কেন সহদরার মত আমার পাশে নির্মাণ করল না আর এক স্থাপত্য? দুজনেই তো একই স্রষ্টার উপাসক। একজন রহিম, অন্যজন রাম । যে যার ভাষায় উপাসনা করবে স্রষ্টার! পৃথিবীতে স্থান, কাল, পাত্র ভেদে স্রষ্টার সৃষ্টি নানা ভাষা নানা মত, নানা পরিধান। কিন্তু মানুষের কাঠামো এক। চোখ,কান, হাত,পা, মাথা মুখ...। তবু কেন, কেন এ বিভেদ, বৈষম্য? বৈচিত্রের মধ্যে সবারই লক্ষ যদি এক ? ওদের ধারণায় যদি মূলে ফিরে যাওয়াই একমাত্র লক্ষ্য, তবে তো এই দুনিয়ার মানুষ অনেক আদিম জীবের বিবর্তনের ভিন্নরূপ ? হাজার চাইলেও কি মানুষকে আর সেখানে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব? সম্ভব নয়। তাহলে কেন এই বালখিল্য ইতিহাস পাল্টানোর ব্যর্থ প্রয়াস? জ্ঞান বিজ্ঞানে উন্নত হয়েও মানুষ আজ অজ্ঞানের হীনমন্যতায় ডুবে রয়েছে? রাম রহিম পাশাপাশি থেকে ভিন্ন নামে, ভিন্ন উপায়ে সর্বময় একই স্রষ্টার উপাসনা করলে কি স্রষ্টা রুষ্ট হতেন ?

ইট,কাঠ,পাথরের আধারে মানবতাকে বন্দি করে সরলপ্রাণা মানুষগুলোকে বোকা বানানোর উদ্যোগ দেখলে ওই অতি চালাকদের ওপর আমার বড় করুণা হয় । মাটির ওপরে খাঁচাটা বদলে কি ইতিহাস বিকৃত করা যায়? যায় না। আত্মশ্লাঘায় মগ্নরা জেনে রেখো, আমি ইতিহাস হয়ে যেমন ছিলাম, তেমন আছি, তেমন থাকবো আগামী অনন্ত কাল।

প্রথম নজর

আরব আমিরাত ও সৌদি সফরে যাচ্ছেন পুতিন

আপনজন ডেস্ক: চলতি সপ্তাহে আরব আমিরাত ও সৌদি আরব সফরে যাচ্ছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। পুতিনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ইউরি উশাকভের বরাত দিয়ে সোমবার রুশ সংবাদ আউটলেট শট এ তথ্য জানিয়েছে।
উশাকভকে উদ্ধৃত করে শট-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পুতিন প্রথমে সংযুক্ত আরব আমিরাত যাবেন। এরপর সৌদি আরব সফর করবেন। সেখানে ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমানের সঙ্গে তার আলোচনা হবে।
উশাকভ বলেছেন, আমি আশা করি, পুতন ও সালমানের মধ্যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় আলোচনা হবে। একে আমরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি।
প্রসঙ্গত, ইউক্রেনে যুদ্ধাপরাধ করার অভিযোগে চলতি বছরের মার্চ মাসে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি)। এরপর থেকেই পুতিন বিদেশ সফর কমিয়ে দেন এবং সাম্প্রতিক সময়ে শুধুমাত্র সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত দেশে সফর করেছেন।
তবে আইসিসি তার বিচারিক ক্ষমতাও শুধু সেসব দেশে প্রয়োগ করতে পারে, যে দেশগুলো এই আদালত গঠন করতে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল। চুক্তিটি রোম সংবিধি নামে পরিচিত। রাশিয়া এই সংবিধিতে স্বাক্ষর করেনি। এছাড়া সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাত আইসিসির সদস্য নয় ফলে পুতিনের গ্রেপ্তারের আশঙ্কাও নেই। এদিকে পুতিন এমন এক সময় মধ্যপ্রাচ্য সফরে যাচ্ছেন যখন গত বৃহস্পতিবার জ্বালানি তেল উৎপাদন ও রপ্তানিকারী দেশসমূহের জোট ওপেক ও এর সহযোগী দেশগুলো দৈনিক তেল উৎপাদন কমাতে সম্মত হয়েছে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ২০২৪ সালের প্রথম প্রান্তিকে দৈনিক ২২ লাখ ব্যারেল তেল উৎপাদন কমানো হবে। এর মধ্যে সৌদি আরব ও রাশিয়ার নিজে থেকেই কমানো ১৩ লাখ ব্যারেল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

থাইল্যান্ডে বাস দুর্ঘটনায় নিহত কমপক্ষে ১৪ জন

আপনজন ডেস্ক: থাইল্যান্ডে নিয়ন্ত্রণ হারানো একটি বাস রাস্তার পাশের গাছের সঙ্গে সজোরে ধাক্কা খাওয়ার পর ১৪ যাত্রী নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছে আরো অনেকেই। মঙ্গলবার দেশটির রাষ্ট্রায়ত্ত পরিবহন কোম্পানি এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে।
সংবাদমাধ্যম রয়টার্স এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, দ্বিতল বাসটি ব্যাংককের দক্ষিণ বাস টার্মিনাল থেকে ৪৬ জন যাত্রী নিয়ে সোংখলার নাথাভি জেলার উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল। এরপর বাসটি প্রচুয়াপ খিরি খান প্রদেশে একটি মহাসড়কে একটি গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে উল্টে যায়।
রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন পরিবহন কোম্পানি এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, আহতদের সবাইকে হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে। আর তারা দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করছে।
জানা গেছে, দুর্ঘটনায় বাসটির সামনের অংশ দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়। উদ্ধার কর্মীরা বাসটির দুমড়ে মুচড়ে যাওয়ার অংশে আটকা পড়া যাত্রীদের উদ্ধার করেছেন।
আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কী কারণে বাসটি দুর্ঘটনায় পড়ল তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

যুদ্ধাপরাধী হিসেবে নেতানিয়াহুর বিচার হবে: এরদোগান

আপনজন ডেস্ক: তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যিপ এরদোগান বলেছেন, শেষ পর্যন্ত একজন যুদ্ধাপরাধী হিসেবে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর বিচার হবে। সোমবার ইস্তাম্বুলে ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা (ওআইসি)-এর এক বৈঠকে দেওয়া ভাষণে তিনি এই মন্তব্য করেন।
তুর্কি প্রেসিডেন্ট বলেছেন, পশ্চিমা সমর্থন ইসরায়েলকে নির্বিচারে শিশুদের হত্যায় সহযোগিতা করছে এবং ইসরায়েলের অপরাধে তারাও দায়ী হচ্ছে। কয়েক দশক পুরোনো ফিলিস্তিন-ইসরায়েল সংঘাত নিরসনে তুরস্ক দ্বি-রাষ্ট্র সমাধানকে সমর্থন করে। গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসনের নিন্দা জানিয়ে আসছে দেশটি। ৭ অক্টোবর হামাসের হামলার জবাবে গাজায় অভিযান চালাচ্ছে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মতে, ইসরায়েলি হামলায় নিহতের সংখ্যা ১৫ হাজার ৫০০ জনের বেশি।
এরদোয়ান বলেন, যুদ্ধাপরাধী ছাড়াও নেতানিয়াহু এখন গাজার কসাই। মিলোসেভিচের মতো তাকেও গাজার কসাই হিসেবে বিচারের মুখোমুখি হতে হবে। গণহত্যা, মানবতাবিরোধী অপরাধ এবং যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে হগভিত্তিক একটি ট্রাইব্যুনালে যুগোস্লাভের সাবেক প্রেসিডেন্ট মিলোসেভিচের বিচার হয়েছে। পশ্চিমা শক্তিগুলোকে কালা ও বধির উল্লেখ করে এরদোয়ান বলেন, যারা হামাসকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে এত নিরপরাধ মানুষের মৃত্যু এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে তাদের কাছে মানবতা বলে অবশিষ্ট কিছু নেই।
বেশির ভাগ পশ্চিমা ও উপসাগরীয় দেশগুলোর মতো ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে মনে করে না ন্যাটো সদস্য তুরস্ক। দেশটিতে হামাসের কয়েক জন নেতা অবস্থান করছেন।

ফিলিস্তিনি শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়াল আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনি শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা ও আবাসন বাবদ সব খরচ মওকুফ করার নির্দেশ দিয়েছেন মিসরের আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যান্ড ইমাম ড. আহমদ আল-তাইয়িব।
গত শনিবার (২ ডিসেম্বর) প্রকাশিত এক বিবৃতিতে তিনি সব ফিলিস্তিনি শিক্ষার্থীদের অবিলম্বে পূর্ণ শিক্ষাবৃত্তি দেওয়ার আহ্বান জানান। ফিলিস্তিনিদের জন্য সব সময় আল-আজহারের সব কিছু উন্মুক্ত রয়েছে বলে জানান তিনি।
আল-আজহার কর্তৃপক্ষ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, আল-আজহারের গ্র্যান্ড ইমাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত সব ফিলিস্তিনি শিক্ষার্থীকে মাসিক বৃত্তি দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।
গাজায় চলমান নৃশংস আগ্রাসনের সময় সব ফিলিস্তিনির প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়ার পাশাপাশি ব্যক্তিগতভাবে সবার খোঁজখবর রাখতে বলা হয়। তা ছাড়া তিনি শিক্ষার্থীদের সর্বাত্মক চেষ্টা করে জ্ঞানার্জনের আহ্বান জানান, যেন তারা পরবর্তী সময়ে মিসর ও ফিলিস্তিনে আল-আজহারের উত্তম প্রতিনিধি হয়ে কাজ করেন।
এদিকে গত ৩ ডিসেম্বর আমিরাতে শুরু হওয়া জাতিসংঘের জলবায়ু সম্মেলন কপ২৮-এ প্রথমবারের মতো ফেইথ প্যাভিলিয়ন চালু হয়। এতে উদ্বোধনী বক্তব্য দেন আল-আজহারের গ্র্যান্ড ইমাম শায়খ ড. আহমদ আল-তাইয়িব ও পোপ ফ্রান্সিস।
আল-তাইয়িব নিরপরাধ ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের নৃশংস যুদ্ধ বন্ধ করার আহ্বান জানান। তিনি নিরপরাধ ফিলিস্তিনি নারী-পুরুষ, শিশু-কিশোরদের বিরুদ্ধে চলমান বীভৎস হত্যাযজ্ঞ প্রতিরোধে সব ধর্মের প্রতিনিধিদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।
উল্লেখ্য, গত ৭ অক্টোবর থেকে গাজায় ইসরায়েলি হামলায় ১৫ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়, যার মধ্যে অর্ধেকের বেশি শিশু ও নারী রয়েছে। এরপর সাত দিনের সাময়িক যুদ্ধবিরতি শেষে গত এক দিনে ইসরায়েলের হামলায় ৭০০ জনের বেশি মানুষ নিহত হয়।
যুদ্ধবিরতিকালে হামাস ৮০ ইসরায়েলি জিম্মিকে মুক্তি দেয় এবং ইসরায়েল ২৪০ ফিলিস্তিনি বন্দিকে ছেড়ে দেয়।
মরক্কোর আল-কারাওইন ও তিউনিশিয়ার আজ-জাইতুনার পর মিসরের আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় পৃথিবীর তৃতীয় প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়। ৯৭১ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ৩৬১ হিজরির ৭ রমজান শুক্রবার তৎকালীন ফাতেমি খলিফা আল-মুইজ লি-দিনিল্লাহর নির্দেশে সেনাপতি জওহর সিকিল্লি ফাতেমির তত্ত্বাবধানে জামিউল আজহার প্রতিষ্ঠিত হয়।
শুরুর দিকে তা ইসমাইলি শিয়াদের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হলেও ৫৮৯ হিজরিতে সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবির মিসর বিজয়ের পর থেকে অদ্যাবধি তা সুন্নি ধারার ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত।
বর্তমানে এখানে ১২০টি দেশের ৫০ হাজার শিক্ষার্থীসহ প্রায় পাঁচ লাখ শিক্ষার্থী পড়াশোনা করে। এর মধ্যে ৪৪৪ জন ফিলিস্তিনি শিক্ষার্থী রয়েছে।

ডাচ সরকারের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করল মানবাধিকার সংগঠনগুলো

আপনজন ডেস্ক: নেদারল্যান্ড সরকার ইসরায়েলকে এফ-৩৫ যুদ্ধবিমানের যন্ত্রাংশ সরবরাহ করার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিয়েছে তিনটি মানবাধিকার সংগঠন। অ্যামেনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, অক্সফাম নোভিড এবং রাইটস ফোরাম সোমবার হেগের ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে নেদারল্যান্ডর সরকারের ওই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে।
সংগঠনগুলো জানিয়েছে, ডাচ সরকার যদি এফ-৩৫ যুদ্ধবিমানের যন্ত্রাংশ সরবরাহ করে তাহলে ফিলিস্তিনি জনগণের ওপর ইসরায়েলের চলমান যুদ্ধাপরাধের অংশীদার হবে নেদারল্যান্ড।
মানবাধিকার সংগঠনগুলোর আইনজীবীরা আদালতকে বলেছেন, অবরুদ্ধ গাজার উপত্যকার ওপর নির্দয় যুদ্ধে ইসরায়েল এসব যুদ্ধবিমান ব্যবহার করছে। ইসরায়েল গত প্রায় দুই মাসে বিমান হামলা চালিয়ে গাজা উপত্যকার অন্তত ১৫,৫০০ মানুষকে হত্যা করেছে যাদের শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ নারী ও শিশু। আইনজীবী লিয়েসবেথ জেগভেল্ড সোমবারের শুনানিতে বলেছেন, ডাচ সরকারকে অবিলম্বে ইসরায়েলের কাছে এফ-৩৫ এর যন্ত্রাংশ সরবরাহ বন্ধ করতে হবে।
তিনি বলেন, জেনেভা কনভেনশনের ১ নম্বর ধারা অনুযায়ী ডাচ সরকার এই শিপমেন্ট বন্ধ করতে বাধ্য। গণহত্যা বন্ধ করার জন্য গণহত্যা বিষয়ক চুক্তিতে এ কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে।
হেগের ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে মানবাধিকার সংগঠনগুলো আরো বলেছে, ইসরায়েল গাজায় যুদ্ধ বিষয়ক আইনের প্রতি ন্যূনতম ভ্রুক্ষেপ করছে না। গাজায় হামলা চালানোর সময় সামরিক ও বেসামরিক নাগরিকদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হচ্ছে না।
আমেরিকায় তৈরি এফ-৩৫ যুদ্ধবিমানের যন্ত্রাংশ নেদারল্যান্ডের উয়েন্সড্রেচট বিমান ঘাঁটিতে মজুদ রেখেছে ওয়াশিংটন। যেসব সরকারের হাতে এই যুদ্ধবিমান আছে তাদের প্রয়োজন হলে ইউরোপের এই দেশটি থেকে যন্ত্রাংশ সরবরাহ করা হয়।
গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েল গাজায় বর্বরোচিত বিমান হামলা শুরু করার দু'সপ্তাহের মাথায় ডাচ সরকার তেল আবিবকে যুদ্ধবিমানের যন্ত্রাংশ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। তবে দেশটির শুল্ক বিভাগ সরকারের কাছে একথা জানতে চায় যে, ইসরায়েল গাজায় যুদ্ধাপরাধ করা সত্ত্বেও তেল আবিবকে যন্ত্রাংশ সরবরাহ করা হবে কিনা। এরপরই বিষয়টি গণমাধ্যমে আসে এবং মানবাধিকার সংগঠনগুলো নড়েচড়ে বসে।

গাজায় স্কুলে ইসরায়েলি হামলা, নিহত ৫০

আপনজন ডেস্ক: গাজার স্কুলে ইসরায়েলি বোমা হামলায় অন্তত ৫০ জন নিহত হয়েছেন। গাজার পৃথক দুইটি স্কুলে স্থানীয় সময় সোমবার রাতে হামলা চালায় ইসরায়েলি সেনারা। স্কুল দুটিতে বাস্তুচ্যুত লোকেরা আশ্রয় নিয়েছিল। ফিলিস্তিনি বার্তাসংস্থা ওয়াফার বরাত দিয়ে এ খবর জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা। ওয়াফা বলছে, স্থানীয় সময় সোমবার গাজার উত্তরের দারাজ নামক এলাকায় চালানো বোমা হামলায় অন্তত ৫০ জন নিহত হয়েছেন। ইসরায়েলি আগ্রাসন শুরুর পর থেকে স্কুল দুইটি আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। অবশ্য হামলা ও প্রাণহানির এই খবরটি তাৎক্ষণিকভাবে স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি বলে জানিয়েছে রয়টার্স। এছাড়া ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর একজন মুখপাত্র বলেছেন, তারা হামলার

প্রতিবেদনটি খতিয়ে দেখছেন।
গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, গত ৭ অক্টোবর থেকে অবরুদ্ধ এই ভূখণ্ডে ইসরায়েলি বিমান ও আর্টিলারি হামলায় কমপক্ষে ১৫ হাজার ৮৯৯ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে ৭০ শতাংশই নারী বা ১৮ বছরের কম বয়সী শিশু-কিশোর।
এছাড়া আরো হাজার হাজার মানুষ নিখোঁজ রয়েছেন এবং তারা ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে থাকতে পারেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

মিয়ানমারে বিদ্রোহীদের রাজনৈতিক সমাধান খোঁজার আহ্বান জান্তাপ্রধানের

আপনজন ডেস্ক: মিয়ানমারে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইরত জাতিগত সংখ্যালঘু সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোকে রাজনৈতিক সমাধান খোঁজার আহ্বান জানিয়েছেন সামরিক জান্তা বাহিনীর প্রধান। মঙ্গলবার মিয়ানমারের গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর হামলায় চীন, ভারত ও থাইল্যান্ড সীমান্তে একের পর এক এলাকার নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছে সামরিক জান্তা। বিশ্লেষকরা বলছেন, ২০২১ সালে ক্ষমতা দখলের পর জান্তা বর্তমানে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি।
গ্লোবাল নিউ লাইট অব মিয়ানমারের খবরে বলা হয়েছে, জান্তাপ্রধান মিন অং হ্লাইং সতর্ক করে বলেছেন, সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো যদি বোকার মতো এভাবে লড়াই চালিয়ে যায়, তাহলে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মানুষকে এর জন্য ভুগতে হবে। তাই সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ে ভাবতে হবে। এসব সশস্ত্র সংগঠনকে তাদের সমস্যা রাজনৈতিকভাবে সমাধান করতে হবে। মিয়ানমারে এক ডজনের বেশি সংখ্যালঘু সশস্ত্র জাতিগোষ্ঠী রয়েছে। এদের অনেকে সীমান্ত অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করছে। ১৯৪৮ সালে ব্রিটেন থেকে মিয়ানমার স্বাধীন হওয়ার পর সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করছে তারা।
গত অক্টোবরের শেষের দিকে তিনটি সশস্ত্র গোষ্ঠী উত্তরাঞ্চলীয় শান প্রদেশে যৌথ হামলা শুরু করে। ওই প্রদেশের চীন সীমান্তবর্তী বেশ কয়টি শহর বিদ্রোহীরা দখলে নেয়। সেখানকার ব্যবসা-বাণিজ্য এখন তারাই নিয়ন্ত্রণ করে।
জাতিসংঘের মাঠ পর্যায়ের প্রতিবেদন অনুযায়ী, অক্টোবরে বিদ্রোহীরা হামলা শুরুর পর শিশুসহ ২৫০ জন বেসামরিক লোক নিহত হয়েছে। দেশজুড়ে পাঁচ লাখের বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে অং সান সু চির সরকারকে উৎখাতের পরিপ্রেক্ষিতে গঠিত 'পিপলস ডিফেন্স ফোর্সেস' (পিডিএফ) মিয়ানমারের উত্তর ও পূর্বে সেনাবাহিনীর ওপর হামলা শুরু করে। গত সপ্তাহে পিডিএফ যোদ্ধারা জানান, পূর্বাঞ্চলীয় কায়াহ রাজ্যের রাজধানীর কিছু অংশ তাঁরা নিয়ন্ত্রণ করছেন। পুরো শহর থেকে জান্তা বাহিনীকে হটাতে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৩৮ মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৪.৫৭ মি.

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৩৮	৬.০৩
যোহর	১১.৩২	
আসর	৩.১৬	
মাগরিব	৪.৫৭	
এশা	৬.১১	
তাহাজ্জুদ	১০.৪৭	

তানজানিয়ায় বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৬৩

আপনজন ডেস্ক: প্রবল বৃষ্টির কারণে উত্তর তানজানিয়ায় বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৬৩ জন দাঁড়িয়েছে। প্রধানমন্ত্রী কাসিম মাজালিওয়া সোমবার টেলিভিশনে বলেছেন, আহতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১১৬ জন। তিনি আরো জানান, ভূমিধসে একটি গ্রামের অর্ধেক ধ্বংস হয়ে গেছে।
এর আগে স্থানীয় কর্মকর্তারা বলেছিলেন, উত্তর তানজানিয়ায় ভয়াবহ বন্যা ও ভূমিধসে অন্তত ৪৭ জন নিহত এবং ৮০ জন আহত হয়েছে।
প্রধানমন্ত্রী কাসিম মাজালিওয়া বলেন, আমরা এখানে আমাদের সঙ্গীদের লাশের সামনে আছি। ৬৩ প্রিয়জনকে হারিয়েছি আমরা। তাদের মধ্যে ২৩ জন পুরুষ এবং ৪০ জন নারী। তারা সবাই উত্তর তানজানিয়ার হানাং জেলায় মারা গিয়েছে।
সংবাদমাধ্যম এএফপি জানিয়েছে, উত্তর মানিয়ারা অঞ্চলের কমিশনার কুইন সেন্ডিগা বলেছেন, মৃতের সংখ্যা ৬৮তে পৌঁছেছে।
এর আগে সোমবার রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের মুখপাত্র জুহুরা ইউনুস বলেন, বন্যায় অন্তত এক হাজার ১৫০টি পরিবার এবং পাঁচ হাজার ৬০০ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এছাড়া ৭৫০ একর (৩০০ হেক্টর) কৃষিজমি ধ্বংস হয়ে গেছে।
ইউনূস বলেন, ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা ঠিক করা থেকে শুরু করে উদ্ধারকাজে কঠিন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও, সরকার এই দুর্যোগ মোকাবেলায় যথাসাধ্য চেষ্টা করছে।

টানা চতুর্থদিন শক্তিশালী ভূমিকম্প ফিলিপাইনে

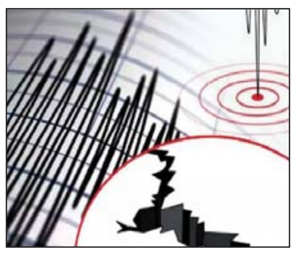

আপনজন ডেস্ক: আবারো শক্তিশালী এক ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ ফিলিপাইন। মঙ্গলবার স্থানীয় সময় বিকেল ৪টা ২৩ মিনিটে ম্যানিলার দক্ষিণে আঘাত হানা এই ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল রিখটার স্কেলে ৫ দশমিক ৯। এ নিয়ে টানা চতুর্থদিন শক্তিশালী ভূমিকম্পে কাঁপলো দেশটি। ভূমিকম্পটির গভীরতা ছিল ভূপৃষ্ঠ থেকে ৭৯ কিলোমিটার গভীরে।

নাইজেরিয়ায় সেনাবাহিনীর ড্রোন হামলায় দুর্ঘটনাক্রমে ৮৫ বেসামরিক নিহত

আপনজন ডেস্ক: নাইজেরিয়ায় দেশটির সেনাবাহিনীর ড্রোন হামলায় দুর্ঘটনাবশত কমপক্ষে ৮৫ জন বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছে। উত্তর-পশ্চিম কাদুনা রাজ্যের একটি গ্রামে রবিবার দেশটির সবচেয়ে মারাত্মক সামরিক বোমা হামলার দুর্ঘটনাটি ঘটে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে এএফপি এক প্রতিবেদনে মঙ্গলবার এ তথ্য জানিয়েছে। এ ঘটনায় মঙ্গলবার প্রেসিডেন্ট বোলা আহমেদ টিনুবু তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। তবে সেনাবাহিনী স্বীকার করেছে, তাদের একটি ড্রোন সশস্ত্র গোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে দুর্ঘটনাক্রমে টুডুন বিরি গ্রামে আঘাত করেছিল। সে সময় গ্রামের বাসিন্দারা মুসলিমদের একটি উৎসব উদযাপন করছিল। সেনাবাহিনী কোনো হতাহতের পরিসংখ্যান দেয়নি।
তবে স্থানীয় বাসিন্দারা বলেছেন, হামলায় ৮৫ জন নিহত হয়েছে, যাদের মধ্যে অনেক নারী ও শিশু রয়েছে।
অন্যদিকে জাতীয় জরুরি ব্যবস্থাপনা সংস্থা (নিমা) এক বিবৃতিতে বলেছে, উত্তর-পশ্চিম জোনাল অফিস স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে খবর পেয়েছে, এখনো পর্যন্ত ৮৫ জনের দেহ দাফন করা হয়েছে। এ ঘটনায় অনুসন্ধান চলছে।

মদিনায় রিয়াজুল জান্নাত মসজিদে ইন্তাজ আলি শাহ

বর্তমানে উমরাহ সফরে সৌদি আরবে অবস্থান করছেন রাজ্যের সংখ্যালঘু কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা প্রাক্তন বিচারক ইন্তাজ আলি শাহ। আসরের নামাজের পর মদিনার রিয়াজুল জান্নাত মসজিদে ইন্তাজ আলি শাহ। মাগরিবের নামাজের অপেক্ষায়।

প্রথম নজর

স্থগিত আলু ব্যবসায়ী সমিতির কর্মবিরতি

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: আলু ব্যবসায়ীদের কর্মবিরতি স্থগিত করা হল, গতকাল কৃষি বিপণন মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর বুধবার বাঁকুড়ার জয়পুর একটি বেসরকারি রিসোর্টে পশ্চিমবঙ্গ প্রগতিশীল আলো ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে পর্যালোচনা বৈঠকে ।
আগামী ৬ ডিসেম্বর থেকে পশ্চিমবঙ্গ প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতির কর্মবিরতির ডাক দিয়েছিল। রাজ্যের হিমঘর গুলিতে ১ ডিসেম্বর থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত আলু রাখার জন্য অতিরিক্ত ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে। রাজ্য জুড়ে আলু ব্যবসায়ীরা কর্মবিরতির পথে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতির দাবি কৃষি বিপণন মন্ত্রী তাদের কথা দিয়েছেন আগামী শুক্রবারে তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন এবং তাদের সমস্যার সমাধান করবেন। যে কারণেই আজ তড়িঘড়ি পশ্চিমবঙ্গ প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী কমিটির পক্ষ থেকে জরুরি ভিত্তিক একটি বৈঠক ডাকা হয় জয়পুরের একটি বেসরকারী রিসোর্টে। সেই বৈঠকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় আগামীকাল অর্থাৎ ৬ ডিসেম্বর তাদের যে কর্ম বিরতির ডাক দেওয়া হয়েছিল তা আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে আগামীতে মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে তাদের সমস্যার সমাধান না হলে তারা পুনরায় এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

পৌষ মেলা বাঁচাও কমিটির বিক্ষোভ

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: পৌষ মেলা করতে হবে সেই দাবিতে বিশ্বভারতীর গেটের তালা ভেঙে বিক্ষোভ দেখান পৌষ মেলা বাঁচাও কমিটি। পরবর্তীতে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ শুরু হয়। বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ ও শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে এই বছর পূর্বপল্লীর মাঠে হচ্ছে না ঐতিহ্যবাহী পৌষ মেলা। তারপরই ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে বোলপুরের ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ সকলেই। মঙ্গলবার সকালে বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের সঙ্গে দেখা করতে এসে পৌঁছই পৌষ মেলা বাঁচাও কমিটির সদস্যরা। কিন্তু তাদেরকে কার্যালয়ে আসার আগেই বলাকা গেটের কাছে আটকে দেওয়া হয়। তারপরই গেটের তালা ভেঙে পৌষ মেলা বাঁচাও কমিটির সদস্যরা প্রবেশ করেন এবং বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন।

বিশেষ সভা আইমা-র সদর দফতরে

আপনজন: স্বপ্নপূরণের লক্ষ্য নির্ণয়ে বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হল রাজ্যের অন্যতম সংখ্যালঘু সংগঠন আইমা-র সদর দফতর পাঁশকুড়ার প্রতাপ পুর দরবার শরীফে।
এ বিষয়ে বক্তব্য রাখছেন আইমার সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ রুহুল আমিন।
ছবি সেক আনোয়ার হোসেন

অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ওটিপি বলতেই সাফ ৩,২৬০০০ টাকা!

নাজিম আক্তার ● চাঁচল

আপনজন: বারবার সচেতন করা হয় ব্যাঙ্কের তরফে। তারপরেও শোনা যায় ব্যাঙ্ক প্রতারণার ঘটনা। এবার মালদহের চাঁচল থেকে শোনা গেল এমন এক ঘটনা। প্রতারণার শিকার হয়েছেন চাঁচলের ৮১ বছরের এক অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। নাম দুর্গা প্রসাদ তরফদার। তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে
তিন লক্ষ ছাব্বিশ হাজার টাকা প্রতারনা হয়েছে বলে থানার দ্বারস্থ হয়েছেন ওই শিক্ষক।দুর্গা প্রসাদবাবু জানান,চাঁচলে এক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে তার অ্যাকাউন্ট রয়েছে।ব্যাঙ্ক কর্মীর পরিচয় দিয়ে তার মোবাইলে ফোন আসে।প্যান কার্ড লিঙ্ক করার নামে তার কাছ থেকে ওটিপি নেন প্রতারকরা।এর পাশাপাশি এটিএম কার্ডের নাম্বারটিও হাতিয়ে নেন।
মঙ্গলবার ব্যাংকে টাকা তুলতে গিয়ে চক্ষু চড়কগাছ বৃদ্ধের।পাস বুক আপডেট করে দেখতে পান ২৪ নভেম্বর ৫ দফায় তিন লক্ষ ছাব্বিশ হাজার টাকা তুলে নিয়েছে প্রতারকরা।তারপরেই চাঁচল থানার দারস্থ হন বৃদ্ধ।অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে চাঁচল থানার পুলিশ।

এবার ভাঙড়ের গ্রন্থাগার নিয়ে বিধানসভায় সরব হলেন নওশাদ সিদ্দিকী

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● ভাঙড়

আপনজন: দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ভাঙড় বিধানসভা নির্বাচন ক্ষেত্রে ধুঁকতে থাকা গ্রন্থাগার গুলির সংস্কার ও কর্মী নিয়োগ নিয়ে রাজ্য বিধানসভায় সরব হলেন ভাঙড়ের বিধায়ক নওসাদ সিদ্দিকী।
মঙ্গলবার তিনি এবিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।
উল্লেখ পর্বে জনাব সিদ্দিকী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রন্থাগার ও জনশিক্ষা প্রসার দফতরের মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরীর নিকট ভাঙড়ের গ্রন্থাগার সংস্কার ও কর্মী নিয়োগের দাবি করেন।
উল্লেখ্য ভাঙড় বিধানসভার ২ টি ব্লকে মাত্র ৫ টি সরকারি গ্রন্থাগার রয়েছে। এগুলি হল ভাঙড় ১ নম্বর ব্লকের ভাঙড় পাবলিক লাইব্রেরি, ঘটকপুকুর নজরুল-সুকান্ত পাঠাগার এবং ভাঙড় ২ নম্বর ব্লকের পোলেরহাট পল্লী পাঠাগার, বামনঘাটা আশুতোষ পাঠাগার এবং ভোজেরহাট হৃদয়ভূষণ স্মৃতি পাঠাগার।
এর মধ্যে কোনো টা একেবারে পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে আবার কোনো টা কর্মী অভাবে ধুঁকছে।
এতদিন ভাঙড়ের বিভিন্ন ফেসবুক গ্রুপে সাধারণ নেটনাগরিকরা গ্রন্থাগার গুলির হাল ফেরানোর দাবি করছিলেন।
সেই দাবিই বিধায়কের কণ্ঠে প্রতিফলিত হল।

মিড ডে মিলের সোশ্যাল অডিট সম্পন্ন হল নির্বিঘ্নে

আপনজন ডেস্ক: বিধাননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অন্তর্গত প্রাইমারি স্কুল, হাই স্কুল ও হাই মাদ্রাসা মিলিয়ে মোট ২৫টি শিক্ষা প্রতিষ্টানে মিড ডে মিলের সোশ্যাল অডিট সম্পন্ন হল।
এই ২৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরে মধ্যে অন্যতম ছিল হাতিয়াড়া হাই মাদ্রাসা। সোশ্যাল অডিটেরসময় যে যে বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় সেগুলি হল, ,সমগ্র ক্যাম্পাসের পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতা, ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি, মিড ডে মিলের মেন্যু বোর্ড, পরিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা, ছাত্র ও ছাত্রীদের পৃথক টয়লেট ব্যবস্থা ,খাওয়ার আগে ও পরে হাত ধোওয়ার সুন্দর ব্যবস্থা, মিড ডে মিল পরিবেশন করার জায়গা, কিচেন রুমের পরিস্থিতি, চাল রাখার স্টোর রুম, ওয়েট মেশিন থাকতে হবে, হাইট পরিমাপের যন্ত্র থাকতে হবে,হাত ধোওয়ার জায়গায় সাবান বা ব্যান্ড ওয়াশ থাকতে হবে, চাল বা ডাল রাখার পাত্রের অবশ্যই ঢাকনা থাকতে হবে,ছাত্রছাত্রীদের সঠিক পরিমানে খাবার দেওয়া হয় কিনা। মেন্যু তালিকা মেনে চলা হয় কিনা, নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় কিনা, সরকারি কোনো আধিকারিক আপনার প্রতিষ্ঠানে ইদানিং ভিজিট করেছেন কিনা, চালের রেজিস্ট্রার আপডেটেড রাখতে হবে, দৈনন্দিন খরচের খাতা আপডেটেড রাখতে হবে, ক্যাশবুক আপডেটেড রাখতে হবে, সমস্ত বিল ও ভাওচার ঠিক রাখতে হবে, পুড টেস্টিং রেজিস্টার প্রতিদিন মেনটেন করতে হবে, রান্নার কর্মীদেরঅবশ্যই ড্রেস কোড মেনে চলতে হবে, সর্বোপরি খাবারের গুণগত মান যেন ঠিক থাকে। তবে, পরিচ্ছন্ন পরিবেশে পুষ্টিকর খাবারের দ্বারা শিশুদের প্রকৃত বিকাশ ঘটানোই মিড ডে মিল প্রকল্পের লক্ষ্য।

আংটি, মাদুলি, পৈতে সহ কিছু ব্যক্তিগত জিনিস পেতে মরিয়া মানিক ভট্টাচার্য

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: আংটি, মাদুলি, পৈতে সহ ৬-৭ টি ব্যক্তিগত জিনিস পেতে আদালতে মরিয়া হয়ে উঠলেন মানিক ভট্টাচার্য।
ব্যাঙ্কশাল আদালতে নিয়োগ দুর্নীতির আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত মামলার শুনানি ছিল মঙ্গলবার।
জেল হেফাজতের মেয়াদ শেষে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের অপসারিত সভাপতি মানিক ভট্টাচার্যকে আদালতে পেশ করা হয় মঙ্গলবার স্বশরীরে। সেই শুনানি চলাকালীনই নিজের আংটি, মাদুলি, পৈতে সহ ৬-৭ টি ব্যক্তিগত জিনিস ফিরে পেতে মরিয়া হয়ে ওঠেন মানিক ভট্টাচার্য।
মানিক ভট্টাচার্য বিচারককে বলেন - ১০ ই অক্টোবর অর্থাৎ প্রায় ১ বছর আগে তাঁকে যখন গ্রেফতার করা হয় সেই সময় তিনি ইডির অফিসেই ছিলেন এবং সেই সময় তাঁর কিছু ব্যক্তিগত জিনিস যার মধ্যে আংটি, মাদুলি, পৈতে এরকম ৬-৭ টি জিনিস গভীর রাতে (রাত ১২ টায়) ইডি অফিসার মিথিলেশ মিশ্র, বিজয় কুমার এবং সুরেন্দ্র কুমার তাঁরা কাছ থেকে সেই জিনিস গুলো নিয়ে নিয়েছিল। ইডি অফিসে জিজ্ঞাসাবাদের সময়। এর পরবর্তী সময়ে তাঁকে সেই জিনিসগুলো ফেরত দেওয়া হবে বলা হয়েছিল। কিন্তু সেই জিনিসগুলো মানিককে ফেরত দেওয়া হয়নি। এর সঙ্গে মানিকের এও অভিযোগ এই জিনিসগুলো সিজার লিস্টে সিজার বলে দেখানো হয়নি এবং তাঁর কাছ থেকে এই জিনিস গুলো যে নেওয়া হয়েছে তার বেসিসে কোনো ডকুমেন্টসও দেওয়া হয়নি। এর পাশাপাশি এর আগেও একাধিকবার যখন তিনি আদালতে এসেছেন ইডির তদন্তকারী আধিকারিক থেকে শুরু করে পিপিকে (সরকারি আইনজীবীকে) তিনি জানিয়েছিলেন । কিন্তু কোন সুরাহা হয়নি। ফলে মঙ্গলবার ব্যাঙ্কশাল আদালতের বিচারকের কাছে তিনি আবেদন করেন সেই সমস্ত ব্যাক্তিগত জিনিস গুলো ফেরত পান সেই ব্যবস্থা অনুগ্রহ করে গ্রহণ করুক আদালত। এরপর বিচারক বলেন, মানিক ভট্টাচার্যকে নির্দিষ্ট জায়গায় ফের আবেদন করুন।
মানিক ভট্টাচার্যর এরপরের বক্তব্য ছিল - এই তিনজন ইডি অফিসারের মধ্যে একজন ইডি অফিসার বদলি হয়ে গেছেন। বাকিরাও যদি বদলি হয়ে যান, তার ব্যক্তিগত জিনিস পাওয়াটা অসুবিধা হবে। যেহেতু এই জিনিসগুলো সিজার করা হয়নি তাই এই জিনিসগুলো পেতে মরিয়া তিনি। অর্থাৎ আংটি, মাদুলি, পৈতে সহ ৬-৭ টি ব্যক্তিগত জিনিস পেতে মরিয়া মানিক ভট্টাচার্য।
নিয়োগ দুর্নীতির আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত মামলায় আজ ব্যাঙ্কশাল আদালতে পার্থ ঘনিষ্ট বান্ধবী

দ্বীনি মাদ্রাসার ছাত্রদের নিয়ে ক্বেরাত প্রতিযোগিতা এসআইও-র

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: এসআইও হাওড়া জেলার পরিচালনায় দ্বীনি মাদ্রাসার ছাত্রদের নিয়ে একদিন ব্যাপী ক্বেরাত প্রতিযোগিতা পোগ্রাম অনুষ্ঠিত হলো উলুবেড়িয়ার নিমদিঘিতে অবস্থিত সোসাইটি আপ্লিফটমেন্ট সেন্টারে। হাওড়া জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় ৮টি মাদ্রাসাতে পাঠরত ছাত্ররা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন।
প্রতিযোগিতার শেষে দ্বীনী মাদ্রাসার ছাত্রদের ভিশন, মিশন এবং তাঁদের দায়িত্ব কর্তব্য ও করণীয় সম্পর্কে এবং তাঁদের স্বপ্ন দেখতে প্রেরণা দিলেন উপস্থিত বিশেষ অথিতিগণ।
দ্বীনী আলেম হিসেবে সমাজ সংস্করণের দায়িত্ব সম্পর্কে অবগত করেন এসআইও পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য দ্বিনী মাদ্রাসা সম্পাদক হাফেজ আহমেদ আলি।
তিনি বলেন, “আজকের সমাজে অনৈতিকতা ও অসামাজিক কার্যকলাপ ছেয়ে গেছে। এই সমাজকে এই অন্ধকার থেকে বার করে এনে কুরআনের আলো দিয়ে সুসজ্জিত করা একজন আলেমে দ্বীনের অন্যতম কর্তব্য।”
এসআইও’র প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সম্পাদক মাওলানা আব্দুল ওয়াদুদ উপস্থিত ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বিশেষ ক্যারিয়ার গাইডেন্স প্রদান করেন।
তিনি বলেন, “আজকের হাফেজ মাওলানা শুধু মসজিদের ইমাম বা মাদ্রাসার শিক্ষকই হবেন না, বরং তাদেরকে হতে হবে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সমাজসেবক, বড় বড় আমলা ইত্যাদি।”
এছাড়াও অনুষ্ঠানের শেষে বক্তব্য রাখেন এসআইও পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সভাপতি বি এস আল মামুন।
তিনি ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলেন যে, “আজকের সমাজে মাদ্রাসার ছাত্র এবং সাধারণ লাইনের মুসলিম ছাত্রদের মধ্যে অনেক দুরত্ব তৈরি হয়েছে। এই দূরত্বকে ভুলে গিয়ে আমাদেরকে পারস্পরিক সম্পর্ক আরো মজবুত করার মাধ্যমে সমাজের মধ্যে একটি সুস্থসংস্কৃতি ও নৈতিক মনোভাবের পুনর্জাগরণের ঢেউ তুলে আনতে হবে।”
এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জামাআতে ইসলামী হিন্দ পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য তালিমি বোডের সভাপতি আব্দুল মান্নান, জামাআতে ইসলামী হিন্দ হাওড়ার সহকারী জেলা নাজিম জুলফিকার মোল্লা, এসআইও পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য জনসংযোগ সম্পাদক গাজী তৌফিক, কিশোর অঙ্গন সম্পাদক মিনহাজুর রহমান আখন, এসআইও হাওড়া জেলার সভাপতি সেখ আমিরুল, জেলা সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম মোল্লা প্রমুখ।
অতিথিগণের বক্তব্যের পর প্রতিযোগীদের মধ্যে থেকে প্রথম ১০ স্থানাধিকারিদেরকে সুন্দর ক্বেরাতের জন্য পুরস্কৃত করা হয়।

প্রাথমিকে শিক্ষক বদলি নিয়ে অনিয়ম, শিক্ষকরা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● তমলুক

আপনজন: প্রাথমিকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ ও পোস্টিং নিয়ে এবার কড়া পর্যবেক্ষণ কলকাতা হাইকার্টের বিচারপতি রাজশেখর মান্থারের। তৃণমূণ ঘনিষ্ঠ শিক্ষকদের বাড়ির কাছে পোস্টিং হচ্ছে,এই অভিযোগ তুলে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন পূর্ব মেদিনীপুরের দুই সার্কেলের সাতজন শিক্ষক।আদালতে আবেদনকারী ওই শিক্ষকদের অভিযোগ ছিল,পূর্ব মেদিনীপুরের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের প্যানেল তৈরি হলেও কোনও কাউন্সেলিং হয়নি। তৃণমূলের শিক্ষক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত শিক্ষকদের বাড়ির কাছে পোস্টিং দেওয়া হয়েছে। কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তি এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত। আজ কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজশেখর মান্থার এজলাসে ছিল সেই সংক্রান্ত মামলার শুনানি।
মঙ্গলবার এই মামলার শুনানি চলাকালীন রাজ্য এবং জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সাংসদ (ডিপিএসসি)কে প্রশ্ন করেন, “যাঁরা তৈলমর্দন করেন তাঁদেরই কি পছন্দমতো স্কুলে পোস্টিং দেন? মামলাকারী তো তা হলে বাড়ির কাছে পোস্টিং চাইতে পারেন। কিন্তু সেটা কি সম্ভব? একটা নির্দিষ্ট বিধি মেনে কাজ করতে হয় তো? সেই বিধি কোথায়? হাওড়ায়, বাঁকুড়া, উত্তর ২৪ পরগনায় কাউন্সেলিং হলে পূর্ব মেদিনীপুরে কেন নয় ?” যদিও বিচারপতির এই প্রশ্নের কোনো সদুত্তর দিতে পারেনি ডিপিএসসি।এই বিষয়ে বিচারপতি বারবার জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সাংসদকে প্রশ্ন করলেও তারা কোনো বিধি দেখাতে পারেনি। সেই বিধি নিয়েও এদিন প্রশ্ন তুলেছেন বিচারপতি।
তাঁর বক্তব্য, ২০১৬ সালে এই সংক্রান্ত একটি বিধি আছে। কিন্তু তাতে কাউন্সেলিং বা পোস্টিং সংক্রান্ত বিষয়ে নির্দিষ্ট কিছু বলা নেই। ফলে জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদগুলির হাতেই পোস্টিংয়ের ক্ষেত্রে অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়েছে। যা কখনওই কাম্য নয়।
মঙ্গলবারের শুনানির সময় বিচারপতি রাজশেখর মান্থার নির্দেশ, যদি কোনো শূন্যপদ থাকে তাহলে আপাতত স্থগিতা রাখা হোক। মামলাটির পরবর্তী শুনানি আগামী ১৮ ডিসেম্বর।

স্কুলের সামনেই গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু ছাত্রের

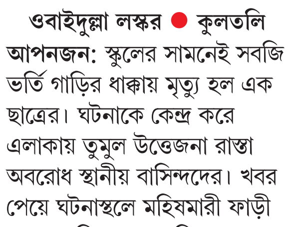

ওবাইদুল্লা লস্কর ● কুলতলি

আপনজন: স্কুলের সামনেই সবজি ভর্তি গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল এক ছাত্রের। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তুমুল উত্তেজনা রাস্তা অবরোধ স্থানীয় বাসিন্দদের। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে মহিষমারী ফাড়ী ও কুলতলি থানার পুলিশ।
কুলতলি ব্লকের কুন্দখালি গোদাবর অঞ্চলের কীর্তনখোলায় শিশুশিক্ষা কেন্দ্রের সামনেই সবজি গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল নয় বছরের এক স্কুল ছাত্রের। নাম ফিরদৌস শেখ। সিকিরহাট থেকে সবজি নিয়ে গাড়িটি শিয়ালদহ মার্কেটে যাওয়ার কথা। দ্রুত গতিতে যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে স্কুলের সামনেই ছাত্রটিকে ধাক্কা মারে। গুরুতর জখম অবস্থায় তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে মৃত্যু হয় ওই স্কুল ছাত্রের। তারপরেই উত্তেজিত জনতা রাস্তায় গাছের গুঁড়ি ফেলে রাস্তা অবরোধ শুরু করে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় কুলতলি থানার আইসি। তিনি স্কুল টাইমে ২ জন সিভিক মোতায়েনের আশ্বাস দেন। ঘটনায় ঐ ঘাতক চালক কে পুলিশের হাতে তুলে দেয় এলাকাবাসী। সব্জি বোঝাই গাড়িটি কুলতলী থানার পুলিশ নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে।

বালুরঘাট বিমানবন্দর পরিদর্শনে আধিকারিকরা

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট বিমানবন্দর চালু করার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য সরকার। মঙ্গলবার রাইটস এবং পরিবহণ দফতরের আধিকারিকরা বালুরঘাট বিমানবন্দর পরিদর্শন করেন। জানাগিয়েছে, দক্ষিন দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটের মাহিনগর এলাকাতে রয়েছে এই বিমানবন্দর। প্রায় ১৫২ একর জমির মধ্যে রয়েছে ১৩৮০ মিটার রানওয়ে। বাণিজ্যিক বিমানের ওঠানামার জন্য বিমানবন্দরটি সম্প্রসারণ করা দরকার। বিমানবন্দরের কিছু পরিকাঠামোগত বিষয়ে উন্নয়ন করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে, বিমানবন্দর চালু করার জন্য যা যা পরিকাঠামোগত উন্নয়ন প্রয়োজন রয়েছে সবেতেই সাহায্য করা হবে। এবিষয়ে ডেপুটি ডিএলআরও সঞ্জয় পন্ডিত জানান, ‘জেলাশাসকের নির্দেশ অনুসারে আজ আমরা বালুরঘাট বিমানবন্দর পরিদর্শনে এসেছিলাম। যাতে খুব দ্রুত বিমান পরিষেবা চালু করা যায় সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখা হয়েছে। রাইটস এবং পরিবহণ দফতরের তরফে উপস্থিত আধিকারিকেরা সমস্ত কিছু সরজমিনে দেখে গেলেন। তার পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তীতে যা পদক্ষেপ নেয়ার দরকার পরবে আমরা তা নেব।’

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

পথ দুর্ঘটনা ফের নবগ্রামে, আহত ২

আসিফ রনি ● নবগ্রাম

আপনজন: আবারো মঙ্গলবার রাতে পথ দুর্ঘটনা ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে।, ঘটনায় গুরুতর আহত দুই বাইক আরোহী।
জানা যায় নবগ্রামের পলসন্ডা মোড়ে বাইকে করে বাড়ি যাচ্ছিলেন দুই যুবক। সেই সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ব্যারিকেডে ধাক্কা মারে পলসনডা মোড়ে। ঘটনায় গুরুতর আহত হয় ওই দুই যুবক ঘটনাস্থলে তারা পড়ে যায়। আহদের বাড়ি পলসন্ডা সংলগ্ন এলাকাতেই বলে জানা যাচ্ছে। স্থানীয়দের তৎপরতায় ও পলসন্ডা মোরে দায়িত্ব থাকা পুলিশদের সহযোগিতায় আহত ওই দুই যুবককে উদ্ধার করে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজে পাঠানো হয়েছে। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় ওই এলাকায়।

দেশি পিস্তলসহ নয় রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: কল্যাণী থানার ভবানীপুরে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ তিনজনকে আটক করে তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ছটি দেশি পিস্তল, নয় রাউন্ড কার্তুজ একটি দেশি ম্যাগাজিন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে ধৃতদের নাম প্রহ্লাদ ঘোষ, দেবু সরকার, লোকনাথ ঘোষ। এদের বাড়ি সকলেরই রানাঘাট এলাকায়। কল্যাণী আদালতে তোলা হবে ১৪ দিন পুলিশ নিজেদের হেফাজতের চেয়ে আবেদন করবে আদালতে এরপর তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এর সঙ্গে আর কারা কারা জড়িত কি উদ্দেশ্যে তারা এই বেআইনি অস্ত্র নিয়েছিল।রানাঘাট পুলিশ জেলার ডি এস পি সদর জাভেদ হোসেন জানান, গোপন সূত্রে খবর পায় ভবানীপুর এলাকায় দেখা গিয়েছিল তাদের উদ্ধার হয় প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র কার্তুজ।
অন্যদিকে শান্তিপুর একাধিক তাজাবোমা নিষ্ক্রিয় করল বোম্ব স্কোয়ার্ড । শান্তিপুর থানার বিভিন্ন এলাকা থেকে উদ্ধার হওয়া তাজা বোমা, নিষ্ক্রিয় করল বোম স্কোয়ার্ডের প্রতিনিধিরা। মঙ্গলবার শান্তিপুর থানার গুপ্তিপাড়া ঘাটে, বোম স্কোয়ার্ড নিষ্ক্রিয় করল সাতটি তাজা বোমা। পুলিশ ছাড়াও ছিলেন ছিলেন দমকল আধিকারিকরা।

আকর্ষণীয় ছাড় তানিস্কে

এম মেহেদী সানি ● হাবড়া

আপনজন: চলছে বিয়ের মরশুম, তাই জোরকদমে চলছে কেনাকাটিও । তারই মাঝে শহরের বুকে অলংকারের ক্ষেত্রে বিশেষ অফার নিয়ে হাজির জুয়েলারি ব্যান্ড তানিস্ক । পুরনো দিনের নানা স্টাইলের সোনার গয়না বদলে, আধুনিক ও নতুন স্টাইল এর সোনার হলমার্ক যুক্ত গয়না কেনার সুযোগ করে দিচ্ছেন তারা । ইতিমধ্যেই টাটার তানিস্ক জুয়েলারি ব্র্যান্ড শহর ও শহরতলী সহ গোটা দেশে বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে নারী সৌন্দর্যের বিভিন্ন জুয়েলারি নিয়ে এসে । এবার বছর শেষে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত নারীদের আধুনিক সাজে সাজিয়ে তুলতে তাদের বিশেষ অফার নিয়ে হাজির হয়েছে হাবরার এই জুয়েলারি শোরুম । পুরনো দিনের সোনার গয়না তানিস্কের শোরুমে এসে বদলে নেওয়া যাবে নতুন ও আধুনিক গয়নায় । পাশাপাশি হলমার্ক যুক্ত খাঁটি গয়নাও মিলবে এই বিশেষ অফারে । ক্যারেট মিটারে আপনার সামনেই গহনা মেপে বর্তমান দাম অনুযায়ী সোনার মূল্য দেবে শোরুম কর্তৃপক্ষ । আর তার বদলেই আপনি বাড়ি নিয়ে যেতে পারবেন আপনার পছন্দের ওই মূল্যের মধ্যে নতুন আধুনিক স্টাইল এর সোনার অলংকার।

প্রথম নজর

বোমাবাজিতে উত্তপ্ত হল ধুলিয়ান পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ড

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: পুরাতন বিবাদকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠলো মুর্শিদাবাদের সামসেরগঞ্জ থানার ধুলিয়ান পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ড। সোমবার রাতে দফায় দফায় চলল বোমাবাজি। কয়েক রাউন্ড গুলি চালানোর অভিযোগ উঠে। পুলিশের সামনে মুহুর্মুহু বোমা বিস্ফোরণে কেঁপে উঠে এলাকা। ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এলাকা জুড়েই। বোমাবাজি এবং গুলি চালানোর অভিযোগ উঠে স্থানীয় কয়েকজন দুষ্কৃতির পাশাপাশি ধুলিয়ান পৌরসভার চেয়ারম্যানের সাঙ্গপাঙ্গদের বিরুদ্ধে। রাতেই বিশাল পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন সামসেরগঞ্জ থানার নবনিযুক্ত ওসি অভিজিৎ সরকার। অভিযোগ, পুলিশের সামনেই বোমাবাজিতে উত্তপ্ত হয়ে উঠে পরিস্থিতি। টানা কয়েক ঘন্টার প্রচেষ্টার পর অবশেষে নিয়ন্ত্রণে আসে পরিস্থিতি। বোমাবাজি এবং গুলি চালানোর ঘটনার পরেই এলাকায় পুলিশ পিকেট বসানো হয়। এদিকে সোমবার রাতের ঘটনার পর মঙ্গলবার সকাল থেকে ওই এলাকায় টহলদারি শুরু করে পুলিশ প্রশাসনের কর্মকর্তারা। শুরু হয় ধরপাকড়। পুরো ঘটনা তদন্তে নামে সামসেরগঞ্জ থানার পুলিশ। বোমাবাজি ও গুলিকাণ্ডে ১৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয় মুর্শিদাবাদের সামসেরগঞ্জ থানার পুলিশের পক্ষ থেকে। সোমবার রাতেই ধুলিয়ান এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয় তাদের। ঘটনায় জড়িত থাকা অন্যান্য অভিযুক্তদের সন্ধানে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। এদিকে শুধু সামসেরগঞ্জের ধুলিয়ানেই নয়, সামশেরগঞ্জের মহিশাস্থলী এলাকাতেও বোমাবাজির ঘটনা ঘটে।

জলপ্রকল্পের সূচনা বিধায়কের উপস্থিতিতে

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: ডোমকল ব্লকের রায়পুর অঞ্চলের কুপিলা এলাকায় বিশুদ্ধ পানীয় জলের দাবি দীর্ঘ দিনের ছিল সেই দাবিকে মান্যতা দিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরনায় ও ডোমকল বিধানসভার বিধায়ক জাফিকুল ইসলামের তত্ত্বাবধানে জলপ্রকল্পের শুভ উদ্বোধন হলো মঙ্গলবার বিকেলে বিধায়ক, প্রধান সহ একাধিক জনপ্রতিনিধি ও নেতাকর্মীদের উপস্থিতে। বিধায়ক জাফিকুল ইসলাম বলেন মানুষের সুস্থ ভাবে বেঁচে থাকার জন্য বিশুদ্ধ পানীয় জলের প্রয়োজন, সেই মতো ডোমকল ব্লকে প্রায় ৩০ টি জলপ্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে,কুপিলার জল প্রকল্পের ব্যায় চার কোটি তেরো লক্ষ টাকা।পঁচিশ হাজার লিটার জল ধরবে যার মাধ্যমে কুপিলা হাট থেকে চাঁদের পাড়া পর্যন্ত প্রতি বাড়ি জল পৌঁছিয়ে যাবে এই প্রকল্পের মাধ্যমে।বিধায়ক আরও বলেন " আমাদের মুখ্যমন্ত্রী সবাইকে পরিশুদ্ধ পানীয় জল দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আমরা তা পালন করছি।"এতে এলাকার মানুষ উপকৃত হবে।

মহিষগদিতে তৃণমূলের উদ্যোগে রক্তদান

মনিরুজ্জামান ● বারাসত

আপনজন: মুমূর্ষ রোগীদের প্রাণ বাঁচাতে এবং রক্তের সঙ্কটে মানুষের সাহায্যার্থে এগিয়ে এলো তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা। মঙ্গলবার উত্তর ২৪ পরগনার বারাসাত-২ নম্বর ব্লকের কীর্ত্তিপুর -২ নম্বর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে মহিষগদিতে এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। মানুষের রক্তদান নিয়ে সচেতন করা যায়। এই রক্তদান শিবিরে উপস্থিত স্থানীয় বিধায়ক তথা বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেস চেয়ারম্যান হাজী সেখ নুরুল ইসলাম। রক্তদাতাদের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সংগঠনের চেয়ারম্যান সরোজ ব্যানার্জি। উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা বছর ভর মানুষের জন্য কাজ করে থাকে। বারাসাত-২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি শম্ভুনাথ ঘোষ, শাহাবুদ্দিন আলী, বারাসাত-২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মনোয়ারা বিবি,সহ-সভাপতি মেহেদী হাসান, দাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মহম্মদ মনিরুল ইসলাম,মান্নান আলী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। শতাধিক মানুষ এই শিবিরে রক্তদান করেন।

ডিউটি সমস্যা নিরসনে বহুমুখী মহিলা স্বাস্থ্য কর্মীদের মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা

আপনজন: ডিউটি সংক্রান্ত কিছু সমস্যায় রয়েছেন মালদার বহুমুখী মহিলা স্বাস্থ্য কর্মীরা। জেলার বহুমুখী স্বাস্থ্যকর্মিদের কোনও পদোন্নতির ব্যবস্থা নেই। তাঁদের ক্যাডার অন্তর্ভুক্তিকরণ দরকার। প্রতিদিন কাজের চাপ বাড়লেও সেই অর্থে একই জায়গায় থেকে কাজ করে যেতে হচ্ছে। সব মিলিয়ে বিভিন্ন সমস্যায় কার্যত জেরবার গ্রামীণ বহুমুখী স্বাস্থ্যকর্মিরা। এই সব স্বাস্থ্যকর্মীরা মূলস্তরে মা শিশুর পরিচর্যা থেকে শুরু করে পালস পোলিও-সহ বিভিন্ন বহুবিধ পরিষেবা নিয়ে কাজ করে থাকেন। জেলায় প্রায় ৫৫০ সাব সেন্টারে কয়েক হাজার মহিলা স্বাস্থ্যকর্মী কাজ করেন। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন কাজের চাপ বাড়ছে, নেই কোন পদন্নতি। আনটাইড ফান্ড, ডাটা নথিভুক্ত করুন ,আর্থিক -সহ বিভিন্ন সমস্যায় জেরবার তাঁরা। জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সঠিক দিশার পথে এবার স্বাস্থ্য কর্মিরা। এদিন মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অফিস কার্যালয়ে আলোচনা করেন স্বাস্থ্যকর্মীরা। কয়েকশো স্বাস্থ্য কর্মী উপস্থিত ছিলেন। ১০ দফা দাবি বেশিরভাগ আলোচনা হলেও বাকি গুলি আবার আলোকপাত করা হবে বলে জানান জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক। জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুদীপ্ত ভাদুড়ি তাঁদের সমস্যাগুলি সমাধানের প্রাথমিক আশ্বাস দিয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা করেছেন ব্যবস্থা। জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য করেছেন মঙ্গলবার। এদিন বিকেলে বেশ কিছু দাবি-দাওয়া নিয়ে মূলত অল ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট (ফিমেল) অ্যান্ড হেলথ সুপারভাইজার(ফিমেল) ওয়ার্কার অ্যাসোসিয়েশন জয়েন্ট ফোরামের তরফে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের সঙ্গে আলোচনা ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। বহুমুখী মহিলা স্বাস্থ্যকর্মীরা মা ও শিশুর পরিচর্যা থেকে শুরু করে পালস পোলিও, হাম, রুবেলা-সহ রুবেলা-সহ এক গুচ্ছ কর্মসূচিতে অংশ নিতে হয় তাদের। বহুমুখী স্বাস্থ্যকর্মিদের মধ্যে অসীমা পাল, সুপর্ণা সাহা, শম্পা সরকার, অনেকে জানান, 'বিভিন্ন কারণে বিরূপ পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। ক্যাডার ভুক্তিকরণ ও পদোন্নতির সমস্যা হচ্ছে মূল সমস্যা। আমাদের পদোন্নতির কোনও ব্যবস্থাই এখনও গড়ে ওঠে নি। উল্টে কাজের চাপ কর্মশ বেড়েই চলেছে। গোটা জেলা জুড়ে পরিস্থিতি। এজন্য আমরা জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে সময় চেয়েছিলাম। সেই মতো এদিন এসে ১০ টি দাবির মধ্যে বেশির ভাগ দাবি নিয়ে পর্যালোচনা করলাম। আলোচনায় আমরা খুশি।' জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুদীপ্ত ভাদুড়ি জানান, এদিন স্বাস্থ্যকর্মিরা কিছু বিষয় নিয়ে এসেছিলেন আমার কাছে। দাবি-দাওয়াগুলির মধ্যে বেশি কিছু ন্যায্য দাবিও ছিল। তাঁদের পদোন্নতির দাবির বিষয়টি রাজ্য স্বাস্থ্য ভবনে জানানো হবে। আমি চাই তাদের সমস্যাগুলো সমাধান হয়ে উঠুক।

নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে রাস্তা মেরামত, বিক্ষোভ বাসিন্দাদের

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে চলছে রাস্তার রিপেয়ারিংয়ের কাজ। অভিযোগ গ্রামবাসীর, । তার জেরে রাস্তার কাজ আটকে দিলেন বাসিন্দারা। বাঁকুড়া জেলার বাঁকাদহ থেকে জয়পুর পর্যন্ত প্রায় ১০ কিলোমিটার পিচের রাস্তা তৈরি করা হয়েছিল পাঁচ বছর আগে, গত এক বছর ধরে রাস্তার বেহাল হয়ে পড়ে, রাস্তার রিপেয়ারিং করার উদ্যোগ নেয়া হয় বাঁকুড়া জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে, রাস্তার রিপিয়ারিং এর কাজের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয় স্থানীয় একটি ঠিকাদার সংস্থাকে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ রাস্তার রিপেয়ারিং এর পর রাস্তা দিয়ে হাঁটলে পায়ের সাথে রাস্তার পিচ উঠে আসছে, অতি অল্পতেই চামের খসার মত উঠে আসছে রাস্তার পিচ, অভিযোগ নিম্নমানের মেটেরিয়ালস দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে রাস্তা। যে কারণেই আজ সকালে গ্রামবাসীরা রাস্তার কাজ বন্ধ করে দিয়ে রাস্তায় বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। তাদের দাবি অবিলম্বে ভালোভাবে রাস্তা পুন: নির্মাণ করা হোক। এভাবে জোড়াতালি দিয়ে রাস্তা করা চলবে না।

কাজল সেখকে ইমাম সংগঠনের সংবর্ধনা

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: অল বেঙ্গল ইমাম-মোয়াজ্জিন অ্যাসোসিয়েশন অ্যান্ড চ্যারিটেবল ট্রাস্ট এর বীরভূম জেলা কমিটির উদ্যোগে বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফয়জুল হক ওরফে কাজল শেখকে পুষ্পস্তবক ও মানপত্র দিয়ে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। পাশাপাশি সংগঠনের জেলা চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম খান তার স্বরচিত কবিতার মাধ্যমে সভাধিপতির বিভিন্ন জনসেবা তথা সমাজসেবা মূলক কাজের ঘটনাবলি তুলে ধরেন কবিতার মাধ্যমে। পরবর্তীতে সভাধিপতির অফিস কক্ষেই সংগঠনের সদস্যদের সাথে এক প্রস্থ আলোচনাও সারেন। আলোচ্যসূচি হিসেবে উঠে আসে ইমাম মুয়াজ্জিনদের বিষয় ছাড়াও সংখ্যালঘু বিষয়ক ও আলোচনা করা হয়। বিশেষ করে সংখ্যালঘু দপ্তরের যে সমস্ত ডেভেলপমেন্ট ফান্ড বা স্কীম রয়েছে সেগুলোকে কার্যকরী করে জেলার বুকে আরো উন্নয়নমূলক কাজ করার আবেদন রাখেন সংগঠনের পক্ষ থেকে। যুব সম্প্রদায়ের কর্মসংস্থানের জন্য স্কিল ডেভেলপমেন্ট সেন্টার চালুর ব্যবস্থা। দরিদ্র ইমাম মোয়াজ্জিনদের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা। পরিযায়ী শ্রমিক কল্যাণ বোর্ডের সুবিধা, কর্মসাথী প্রকল্পে নাম তোলার ব্যাপারে মসজিদে মসজিদে প্রচারের ব্যবস্থা। তাছাড়া ইমাম মোয়াজ্জিনদের যে ভাতা তা নিয়মিত করা। এছাড়া তারা যেন কোনো আইনি জটিলতার মধ্যে না জড়ায় তা দেখা। কমিউনিটি টয়লেট ও বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি বিষয়ে আবেদন করা হয় সংগঠনের পক্ষ থেকে।সাথে সাথে ইমাম মুয়াজ্জিনদের সংগঠনের পক্ষ থেকে যে সমস্ত সমাজ সেবামূলক কাজ করা হয়ে থাকে সে বিষয়েও সবিস্তারে ব্যাখ্যা করে শোনালেন সভাধিপতিকে। এদিন সংবর্ধনা প্রদান ও আলোচনা স্থলে উপস্থিত ছিলেন অল বেঙ্গল ইমাম-মুয়াজ্জিন এসোসিয়েশন এন্ড চ্যারিটেবল ট্রাস্ট এর রাজ্য সম্পাদক নিজামুদ্দিন বিশ্বাস, সংগঠনের জেলা চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম খান, সভাপতি মাওলানা এজাজুল হক, সম্পাদক মাওলানা শামীম আখতার, হাফিজ মহম্মদ নাসিরউদ্দিন,আব্দুস সামাদ, সিরাজুল ইসলাম,জাকির হোসেন, মৌলানা আনসার আলী প্রমুখ।

পূর্ব বর্ধমানে রবিশস্যের প্রস্তুতি, ঝড়ের চিন্তায় চাষিরা

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: পূর্ব বর্ধমানের বিভিন্ন মাঠে আমন ধান উঠার পর তৈরি হচ্ছে রবিশস্যের জন্য জমির প্রস্তুতি। বিভিন্ন জায়গায় আমন ধান উঠে গেছে সেই জায়গায় মাটি প্রস্তুত করে বোনা হচ্ছে আলু ,সরষে ও অন্যান্য রবি শস্যের বীজ। এবছর পূর্ব বর্ধমানে যথেষ্ট পরিমাণে আমনের ফলন হওয়ায় চাষীরা যথেষ্ট খুশি যদিও এই সময়ই আবহাওয়া নিয়ে চিন্তায় আছে চাষিরা । ঘূর্ণিঝড়ের একটা সম্ভাবনার কথা আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে। এখন আমন ধান উঠিয়ে নিয়ে আলু চাষের ভরপুর মরশুম। কিছু কিছু জায়গায় চাষিরা আগেই আলুর বীজ বপন করেছিল সে আলু থেকে অঙ্কুরিত বীজ বাড়তে শুরু করেছে। ডানা মেলেছে ডালপালা। আলুর জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। পূর্ব বর্ধমানের মেমারি, রায়না ,খণ্ডঘোষ, মাধবডিহি, গলসির বিভিন্ন এলাকার মাঠেতে আমন ধান উঠানোর সঙ্গে সঙ্গে রবিশস্যের ব্যাপক ব্যস্ততা শুরু করেছে চাষীরা। এবছর আমন ফলন ভালো হয়েছে । রবিশস্যের ফলন ভালো করে একটু মুনাফার সন্ধানে আছে পূর্ব বর্ধমানের চাষিরা।

শান্তি-সম্প্রীতির বার্তা দিতে হেঁটে অযোধ্যা যাত্রা বহরমপুর থেকে

রঙ্গিলা খাতুন ● বহরমপুর

আপনজন: বাংলা জুড়ে অরাজকতার প্রতিবাদ জানিয়ে, সম্প্রীতি ও শান্তির বার্তা দিতে মুর্শিদাবাদের বহরমপুর থেকে পায়ে হেঁটে অযোধ্যার উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন বহরমপুরের রাম ভক্ত বিশ্বম্ভর কলিকা। সোমবার সকালে বহরমপুরের হাতিনগর এলাকা থেকে পায়ে হেঁটে অযোধ্যার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে দুপুরে জীবন্তিতে পৌঁছালেন বিশ্বম্ভর কলিকা নামে এক ব্যক্তি। কান্দির জীবন্তিতে দুপুরের আহার ও বিশ্রাম সেরে আবার কান্দি দিকে রওনা দেন। জীবন্তি থেকে কান্দি যেতে যাতে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে এরজন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন জীবন্তির মানুষ। মঙ্গলবার সকালে কান্দি থেকে বীরভূমের দিকে যাত্রা শুরু করেন। প্রসঙ্গত দীর্ঘ প্রায় ১৪০০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে অযোধ্যায় পৌঁছাতে বিশ্বম্ভর কলিকার সময় লাগবে আনুমানিক প্রায় ৩ মাস। এই দীর্ঘ পথ তিনি অতিক্রম করতে সঙ্গে নিয়েছেন নিজের বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হনুমানজীর মূর্তিটি। একটি ব্যাগ শীতবস্ত্র মতো সামান্য জিনিস পত্র। যথারীতি পরিবার সদস্যদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ইতিমধ্যেই তিনি রওনা দিয়েছেন তার গন্তব্যের উদ্দেশ্যে। রাজ্যবাসী তথা সারা দেশবাসীর মঙ্গল কামনা করে যে ছেলে এই দুর্বিষহ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে- ছেলের সেই মানসিকতাকে সম্মান জানিয়ে নিজেদের চোখের জলে ছেলেকে বিদায় জানান তার বাবা, মা, স্ত্রী সহ প্রতিবেশী ও ওই এলাকার সাধারণ মানুষও। সমস্ত হিংসা বিদ্বেষ ভুলে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে এই বাংলায় গড়ে উঠুক সম্প্রীতি ও শান্তি । বহরমপুর থেকে পায়ে হেঁটে অযোধ্যা যাত্রার পথ বিশ্বম্ভর কলিকার সফল হোক এই বার্তা ও সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। এ বিষয়ে বিশ্বম্ভর কলিকা বলেন " বাংলা জুড়ে হিংসার বাতাবরণ তৈরী হয়েছে , হিংসা মুক্ত করে শান্তি সম্প্রীতি গড়ে তোলার বার্তা দিতে এই দীর্ঘ পথ পেরিয়ে অযোধ্যা যাত্রা।

অবৈধ দোকান থেকে রাজস্ব আদায়ে জেলা পরিষদের পরিদর্শন

বাবলু প্রামানিক ● বারুইপুর

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন এলাকায় তথা বারুইপুর আদিগঙ্গা বাইপাস সংলগ্ন কল্যাণপুর রোডের ধারে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা পরিষদের যে সমস্ত দোকানগুলি রয়েছে সেগুলো ১০ থেকে ১৫ বছরের মতো সেখানে রেভিনিউ বা খাজনা দেয়া হচ্ছে না যার কারণে জেলা পরিষদের সভাধিপতি সহ মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের কর্মাদক্ষ ও কল্যাণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান নিয়ে পরিদর্শন করলেন। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার জেলা পরিষদের অধীনস্থ যে সমস্ত রাস্তার পাশে বেআইনি দোকান ঘর গজিয়ে উঠেছে কিন্তু সেখানে বছরের পর বছর কোন রেভিনিউ দেওয়া হয় না দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা পরিষদে। আজ জেলা পরিষদের সভাধিপতি নীলিমা মিস্ত্রি বিশাল, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ জয়ন্ত ভদ্র ও কল্যাণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সুরজিৎ পুরকাইত জেলা পরিষদের এই সমস্ত জায়গা গুলি পরিদর্শন করেন। সভাধিপতি নীলিমা মিস্ত্রি বিশাল জানান বছরের পর বছর এই সমস্ত দোকান থেকে কোন রেভিনিউ পাওয়া যায় না। আমি নতুন দায়িত্ব পেয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের যেখানে যেখানে জেলা পরিষদের আওতাভুক্ত যে সমস্ত দোকান এবং খালি জায়গা গুলো পড়ে রয়েছে সেখান থেকে যাতে আমাদের রেভিনিউ তোলা যায় সেটা আমাদের দেখতে হবে যাতে এই সমস্ত রেভিনিউ দিয়ে আমরা এলাকার উন্নয়নমূলক কাজ করতে পারি বলে তিনি যেটা জানান। পাশাপাশি বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে নতুন ভবন ও সেঠের কতটা কাজ এগিয়েছে সেটা সরোজমিনে পরিদর্শন করলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা পরিষদের সভাধিপতি নীলিমা মিস্ত্রি বিশাল ও মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের কর্মদক্ষ জয়ন্ত ভদ্র ও হাসপাতালের স্বাস্থ্য অধিকর্তা ইন্দ্রনীল মিত্র ।

উরস সাড়ম্বরে পালিত

আপনজন ডেস্ক: মঙ্গলবার দিবাগত রাতে 'পীর ও মুরশেদ পাক' নামে খ্যাত হযরত সৈয়দ শাহ এরশাদ আলী আল-কাদেরী আল-হাসানী আল-হুসায়নী আল-বাগদাদী পাকের ৭১ তম বার্ষিক উরস শরীফ পালিত হচ্ছে কলকাতার ৪ নং হাজী মুহাম্মদ মহসিন স্কোয়ারের দরবার পাক ও ২২ নম্বর খানকাহ শরীফ লেনের মসজিদ পাকে। এই উপলক্ষ্যে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ভক্ত ও শিষ্য দের ঢল নামে। পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন জেলা, বিহার ও অন্যান্য রাজ্য এমনকী প্রতিবেশী বাংলাদেশ থেকেও অনেক পুণ্যার্থী এই উরস উৎসবে যোগদান করেন। সাজ্জাদানশীন পাক হযরত সৈয়দ শাহ ইয়াসূব আলী আল-কাদেরী আল-বাগদাদীর পরিচালনায় এই উরস পাক অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সেই সঙ্গে ২২ নম্বর খানকাহ শরীফ লেনের মসজিদ মিলাদ হয়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

মালিককেই আটকে রেখে সর্বস্ব লুঠ করে চম্পট শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: মঙ্গলাহাটে আসার আগে খোদ মালিককেই একটি ঘরে আটকে রেখে সর্বস্ব লুঠ করে পালালেন এক শ্রমিক। চাঞ্চল্য হাওড়ার গোলাবাড়িতে। জানা গেছে, হাওড়ার হাটে ব্যবসা করতে যাওয়ার জন্য রাতে ওই শ্রমিককে নিয়েই কারখানায় ছিলেন মালিক শ্যামসুন্দর দাস। সকালে যখন হাটে যাওয়ার জন্য তিনি বাইরে বেরোতে যান তখন শ্যামসুন্দর বাবু দেখেন দরজা বাইরে থেকে আটকে রাখা রয়েছে। কারখানার ক্যাশ বাক্স থেকে লোপাট হয়ে গিয়েছে টাকাপয়সা ও মোবাইল ফোন। এদিকে, বাইরে বেরোতে না পেরে দরজা ধাক্কা দিতে থাকেন মালিক। এরপর কয়েক ঘন্টা পরে এসে স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করেন। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে গোলাবাড়ি থানার পুলিশ।

সিভিককে মারধর করার অভিযোগ

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: সিগন্যাল দেখানোর পরও ওভারটেক করে উল্টো দিকে ঢুকে পড়ায় বলতে যাওয়ায় কর্তব্যরত এক সিভিক ভলেন্টিয়ারকে গালিগালাজ এবং মারধর করার অভিযোগ। অভিযোগ উঠল এক স্কুল গাড়ির চালকের বিরুদ্ধে। ঘটনা ঘিরে মঙ্গলবার ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল মালদার ইংলিশ বাজার ঘোরাপির মোড় এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ইংরেজ বাজার পুলিশ। স্কুল গাড়িটিকে আটক করা হয়। দিবাকর মন্ডল নামে আক্রান্ত সিভিক ভলেন্টিয়ার জানান, উল্টো দিকে সিগনাল ভেঙ্গে একটি স্কুলের ম্যাজিক ঢুকে পড়ে। গাড়িটিকে আটক করা হয়েছিল। মীমাংসা হয়ে যাওয়ার পর গাড়িটি ছেড়ে দেওয়া হচ্ছিল। কিন্তু চালক অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে শুরু করেন। গালিগালাজের প্রতিবাদ করায় তাকে মারধর করা হয়।

পাণ্ডা ধৃত ট্রাক ছিনতাইয়ে

মোহাম্মদ সানাউল্লা ● নলহাটি

আপনজন: ছিনতাইকারী চক্রের মূল পান্ডাকে গ্রেফতার করল নলহাটি থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রের খবর ঝাড়খণ্ডের জামতারার বৃন্দা পাথর এলাকার সঞ্জয় মন্ডল নামের এক ট্রাকের মালিকের অভিযোগের ভিত্তিতে গত মার্চ মাসের ২৩ তারিখ নলহাটি থানায় একটি লিখিত অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯২ ধারায় মামলা রুজু হয় । সঞ্জয় মন্ডলের অভিযোগ ছিল গত মার্চ মাসের ২২ তারিখ পাথর লোডিংয়ের জন্য তার ড্রাইভার ট্রাক নিয়ে এসেছিলেন। ঠিক ওই সময় তাকে ফোন করেন কোন এক অচেনা ব্যক্তি। তারা পাথর ব্যবসায়ী বলে দাবি করেন এবং তারা গাড়ি লোডিং করবেন বলে জানিয়েছিলেন। এই সুযোগে ছিনতাইকারীর চক্ররা ওই ট্রাকের ড্রাইভারকে নিয়ে হাজির নসিপুর এলাকায় নিয়ে যায় এবং ছিনতাইকারীরা সেই ট্রাকের ড্রাইভারকে মারধর করে তার কাছ থেকে নগদ এক লক্ষ বিরাশি হাজার টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়।

রেকর্ড পয়েন্ট পেয়ে ইউরোপের ‘সোনার ছেলে’ বেলিংহাম

আপনজন ডেস্ক: রিয়াল মাদ্রিদের জার্সিতে অভিষেকের পর থেকে রীতিমতো উড়ছেন জুড বেলিংহাম। বরুসিয়া ডর্টমুন্ডে প্রতিভার যে ঝলক দেখা গিয়েছিল, তা যেন এবার রিয়ালে এসে পূর্ণতা পেয়েছে। এর মধ্যে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ বেলিংহামের মুকুটে যোগ হচ্ছে একের পর এক পালকও। কদিন আগে ব্যালন ডি’অরে সেরা তরুণ খেলোয়াড়ের পুরস্কারের কোপা ট্রফি জিতেছেন বেলিংহাম। আর এবার বেলিংহাম জিতলেন ২০২৩ গোল্ডেন বয়ের পুরস্কারও। সোমবার অনূর্ধ্ব ২১ বছর বয়সীদের মধ্যে দেওয়া সেরা খেলোয়াড়ের এই পুরস্কার হাতে নিয়েছেন বেলিংহাম।

এর আগে নভেম্বরের ১৮ তারিখে বেলিংহামের এই পুরস্কার জেতার ঘোষণা আসে। লিওনেল মেসি, কিলিয়ান এমবাপ্পে ও আর্লিং হলান্ডের মতো তারকারাও অতীতে পেয়েছেন এই পুরস্কার। ২০০৩ সালে ইতালিয়ান সংবাদমাধ্যম তুত্তোস্পোর্ত এই পুরস্কার দেওয়া শুরু করে।

বর্তমানে এই পুরস্কারের জন্য ভোট দেন জার্মান পত্রিকা বিল্ড, সুইস সংবাদমাধ্যম ব্লিক, পর্তুগালের এ বোলাসহ বিশ্বখ্যাত বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যমের ৫০ জন ক্রীড়া সাংবাদিক। যারা প্রথম স্থানের জন্য ১০ পয়েন্ট, দ্বিতীয় স্থানের জন্য ৭ পয়েন্ট এবং তৃতীয় স্থানের জন্য ৫ পয়েন্ট করে দিয়ে থাকেন। আর এবার তাঁরা বেছে নিয়েছেন দারুণ ছন্দে থাকা বেলিংহামকে।

এ পুরস্কার জেতার পথে বেলিংহাম অবশ্য রেকর্ডও গড়েছেন। ৫০ সাংবাদিকের মধ্যে ৪৫ জনই নিজেদের সেরা হিসেবে বেছে নিয়েছেন বেলিংহামকে। আর বাকি পাঁচজন তাঁকে বেছে নিয়েছেন দ্বিতীয় সেরা হিসেবে। ফলে সব মিলিয়ে বেলিংহাম পেয়েছেন ৪৮৫ পয়েন্ট, যা কিনা পুরস্কারটির ইতিহাসে সর্বোচ্চ পয়েন্ট। এর আগে বেলিংহামের কাছাকাছি পয়েন্ট পেয়েছিলেন কিলিয়ান এমবাপ্পে।

পুরস্কার হাতে বেলিংহাম

পুরস্কার হাতে বেলিংহামইনস্টাগ্রাম ২০১৭ সালে ৩০০ পয়েন্টের মধ্যে ২৯১ পয়েন্ট পেয়েছিলেন ফরাসি তারকা। সেবার অবশ্য ভোট দিয়েছিলেন ৩০ সাংবাদিক।

বেলিংহামের পর ২৮৫ পয়েন্ট পেয়ে দ্বিতীয় হয়েছেন বায়ার্ন মিউনিখের জার্মান তারকা জামাল মুসিয়ালা। আর ৯২ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় হয়েছেন বার্সেলোনার স্প্যানিশ তারকা লামিনে ইয়ামাল।

গোল্ডেন গার্লের পুরস্কার জিতেছেন রিয়াল মাদ্রিদের কলম্বিয়ান ফরোয়ার্ড লিন্ডা কায়সদো।

ব্রাইটনের টনি ব্লুম জিতেছেন ইউরোপের সেরা প্রেসিডেন্টের পুরস্কার। আর আর্সেনালের স্পোর্টিং ডিরেক্টর এডু গাসপার জিতেছেন সেরা ইউরোপিয়ান ম্যানেজারের পুরস্কার।

পুরস্কার জেতার প্রতিক্রিয়ায় এক সাক্ষাৎকারে বেলিংহাম বলেন, ‘পুরস্কারটি জেতার এটাই আমার শেষ সুযোগ ছিল। কারণ, ২০২৪ সালে আমি আর লড়াই করতে পারব না। আমি আনন্দিত যে তৃতীয়বারের চেষ্টায় জিততে পেরেছি। এটাই সারাজীবনের প্রাপ্তি। কারণ, এই পুরস্কার আপনি একবারই জিততে পারবেন।’

এরপর চলতি মৌসুমে নিজের দুর্দান্ত ছন্দের জন্য কোচ কার্লো আনচেলত্তিকেও কৃতিত্ব দিয়েছেন বেলিংহাম। বলেছেন, ‘কৃতিত্ব দিতে হবে আনচেলত্তিকে, যিনি আমার জন্য সঠিক জায়গা খুঁজে বের করেছেন এবং আমাকে মাঠে অনেক স্বাধীনতা দিয়েছেন। তবে একটা দিক থেকে আমি তাঁকে হতাশ করেছি। আমি এখনো স্প্যানিশ বলতে পারি না। এটা আমার জন্য কঠিন। তবে আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করব।

আর্চারের আইপিএল খেলা আটকে দিল ইংল্যান্ড

আপনজন ডেস্ক: ভারতীয় প্রিমিয়ার লীগের (আইপিএল) আগামী আসরে খেলতে পারবেন না ইংল্যান্ডের পেসার জফরা আর্চার। ২০২৪ সালের জুনে শুরু হতে যাওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে যেন ভালো পারফর্ম করতে পারেন আর্চার, সেটি নিশ্চিতের জন্যই সামনের মৌসুমে আইপিএলে তাকে খেলার অনুমতি দেয়নি ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি)। ইংলিশ বোর্ড মূলত চাইছে, আর্চার যেন আইপিএলের টুর্নামেন্টে খেলে বাড়তি চাপে না পড়েন।

আইপিএলের আগামী আসরের নিলামে ১ হাজার ক্রিকেটারের মধ্যে ৩৪ ইংলিশ ক্রিকেটার থাকলেও নাম নেই আর্চারের। রয়েছে- মঈন আলী, জস বাটলার, স্যাম কারেন ও লিয়াম লিভিংস্টোনের মতো শীর্ষ ক্রিকেটারদের নাম। তবে আগেই জানিয়েছেন, আইপিএলের আগামী আসরে খেলবেন না জো রুট ও বেন স্টোকস।

ক্রিকেট বিষয়ক ওয়েবসাইট ‘ক্রিকইনফো’ জানিয়েছে, সমপ্রতি ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে দুই বছরের চুক্তি করেছেন আর্চার। তার এই চুক্তির মেয়াদ চলতি বছরের অক্টোবর থেকে ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এই চুক্তির কারণেই আইপিএলের ড্রাফটে নাম রাখতে আর্চারকে নিষেধ করেছে ইসিবি।

ইসিবি জানিয়েছে, যদি আর্চার আইপিএলে খেলেন তাহলে তাকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে স্কোয়াডে পাওয়াটা কঠিন হতে পারে। তার চেয়ে ভালো হবে, যদি তিনি যুক্তরাজ্যে থাকেন।

চলতি বছরের মার্চ-মে মাসে অনুষ্ঠিত আইপিএলের সর্বশেষ আসরে মুম্বই ইন্ডিয়ানসের হয়ে খেলার সময় হাতের কনুইয়ে চোট পান আর্চার।

এরপর থেকে কোনো ধরনের পেশাদার ক্রিকেটে খেলতে পারেননি এই ডানহাতি পেসার। এবারের ওয়ানডে বিশ্বকাপে দলের রিজার্ভ খেলোয়াড় হিসেবে ছিলেন আর্চার।

কিন্তু মুম্বইয়ে অনুশীলনের সময় হাতে ব্যথা বেড়ে যাওয়ার কারণে কোনো ম্যাচ খেলতে পারেননি তিনি। পরে তাকে দেশে ফেরত পাঠানো হয়।

ইউনাইটেডের সংবাদ সম্মেলনে মিররসহ চার সংবাদমাধ্যম নিষিদ্ধ

আপনজন ডেস্ক: ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে আগামীকাল রাতে ঘরের মাঠে চেলসির মুখোমুখি হবে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। এই ম্যাচ সামনে রেখে ইউনাইটেড কোচ এরিক টেন হাগের সংবাদ সম্মেলনে ব্রিটিশ ট্যাবলয়েড দৈনিক ‘মিরর’সহ অন্য আরও তিনটি সংবাদমাধ্যমের উপস্থিতি নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম মেইল অনলাইন জানিয়েছে, স্কাই স্পোর্টসের প্রধান প্রতিবেদক কাভেহ সোলেখোল, ম্যানচেস্টার ইভিনিং নিউজের ইউনাইটেড প্রতিবেদক স্যামুয়েল লাকহার্স্ট, মিররের ডেভিড ম্যাকডোনেল এবং ইএসপিএনের রব ডসনকে আজ সংবাদ সম্মেলনে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। এই নির্দেশ দিয়েছেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের জনসংযোগ পরিচালক অ্যান্ড্রু ওয়ার্ড।

১৪ ম্যাচে ২৪ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের সাতে ইউনাইটেড। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে এ মৌসুমে ১০ ম্যাচে হেরেছে টেন হাগের দল। মিরর ফুটবল গতকাল বিশেষ প্রতিবেদনে দাবি করেছিল, টেন হাগ ড্রেসিংরুমে বিদ্রোহের শিকার হয়েছেন। ডাচ কোচের ব্যবস্থাপনায় ইউনাইটেডের বেশ কয়েকজন খেলোয়াড়ের মোহভঙ্গ ঘটেছে বলে দাবি করা হয় প্রতিবেদনে।

ইউনাইটেডের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, সেই প্রতিবেদনের কারণেই এই নিষেধাজ্ঞা।

মৌসুমটা মোটেও ভালো যাচ্ছে না ইউনাইটেডের। গত ২ নভেম্বর লিগ কাপের চতুর্থ রাউন্ডে নিউক্যাসল ইউনাইটেডের কাছে হেরে বিদায় নেয় ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের ক্লাবটি। চ্যাম্পিয়নস লিগের শেষ ষোলোয়ও উঠতে পারবে কি না, তা নিয়ে ঘোরতর সন্দেহ আছে। শেষ ষোলোয় উঠতে ইউনাইটেডকে দুটি শর্ত পূরণ করতে হবে। গ্রুপ পর্বে শেষ ম্যাচে বায়ার্ন মিউনিখকে হারাতে হবে। গালাতাসারাই-কোপেনহেগেন ম্যাচটি ড্র হতে হবে। এ দুটি শর্তের একটি যদি অপূর্ণ থাকলে চ্যাম্পিয়নস লিগের গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় নিতে হবে ইউনাইটেডকে।

মিরর ইউনাইটেডের সেই মুখপাত্রের উদ্ধৃতিও প্রকাশ করেছে, ‘কয়েকটি মিডিয়া প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি। সেটি আমাদের অপছন্দের সংবাদ প্রকাশের জন্য নয়, বরং এটা করতে গিয়ে প্রথমে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ না করে মন্তব্য, প্রতিবাদ জানানো কিংবা বিষয়টি প্রাসঙ্গিক করার সুযোগ না দেওয়ার জন্য।’

প্রিমিয়ার লিগে গত শনিবার নিউক্যাসলের মাঠে ১-০ গোলে হেরেছে ইউনাইটেড। এতে শীর্ষ চারের শেষ দল অ্যাস্টন ভিলা (১৪ ম্যাচে ২৯ পয়েন্ট) থেকে ৫ পয়েন্ট ব্যবধানে পিছিয়ে পড়ে টেন হাগের দল। ম্যাচ শেষে ডাচ কোচ স্বীকার করেছিলেন, খেলোয়াড়েরা ভালো খেলতে পারেননি।

তবে খেলোয়াড়দের আগলেই রেখেছিলেন ইউনাইটেড কোচ, ‘আমাদের সমস্যা মিটছেই না। সমাধানের দায়িত্বও আমাদেরই। হয় আমরা প্রতিপক্ষের মাঠে ভালো খেলছি কিংবা ঘরের মাঠে ভালো খেলছি। এই সমস্যা কাটিয়ে উঠতে হবে...হারলে তো অসুখী লাগেই। দলের সঙ্গে কথা বলে এর কারণ বের করতে হবে। আমি জানি এই দলটার ঘুরে দাঁড়ানোর ক্ষমতা আছে।’

সূর্যকুমার, পান্ডিয়া ও অর্শদীপ–টি-টোয়েন্টির ম্যাচ ফি থেকে ভারতীয়দের মধ্যে এ বছর বেশি আয় কার

আপনজন ডেস্ক: গত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর থেকে এই সংস্করণে রোহিত শর্মা আর বিরাট কোহলির মতো সিনিয়র ক্রিকেটারদের বেশির ভাগ সময়েই বিশ্রামে রাখছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। এ বছর এখন পর্যন্ত ছয়টি টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলেছে ভারত। বেশির ভাগ সিরিজেই তারা তরুণ ক্রিকেটারদের খেলিয়েছে।

সূর্যকুমার যাদব, অর্শদীপ সিংদের মতো তরুণ ক্রিকেটাররা এ বছর টি-টোয়েন্টিতে ভারতকে এনে দিয়েছেন দারুণ সাফল্য। ছয়টি সিরিজের পাঁচটিই জিতেছেন তাঁরা। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ২-১ ব্যবধানে সিরিজ জিতে বছরটা শুরু করে ভারত। এরপর নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষেও একই ব্যবধানে সিরিজ জয়। তবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেকে গত আগস্টে ৩-২ ব্যবধানে সিরিজ হেরে আসে ভারত।

ভারতের তারকা ব্যাটসম্যান রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি এ বছর কোনো আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি খেলেননি।

রোহিত ও কোহলি এ বছরে ভারতের হয়ে একটি টি-টোয়েন্টিও খেলেননি। বেশি ম্যাচ খেলেছেন তরুণ ক্রিকেটাররাই। সে কারণে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এ বছর ম্যাচ ফি থেকে বেশি আয়ও করেছেন তাঁরাই।

সূর্যকুমার, ঈশান কিষান, হার্দিক পান্ডিয়া ও অর্শদীপ–তাঁরাই বেশি ম্যাচ খেলেছেন, আয়ও তাঁদেরই বেশি। তবে তাঁদের মধ্যে ম্যাচ ফি থেকে সবচেয়ে বেশি আয় করেছেন তরুণ বোলার অর্শদীপ। বাঁহাতি এ পেসার এ বছর ভারতের হয়ে সর্বোচ্চ ১৯টি টি-টোয়েন্টি খেলেছেন। বিসিসিআই প্রতিটি টি-টোয়েন্টির জন্য একজন খেলোয়াড়কে ৩ লাখ রুপি দেয়। সেই হিসাবে অর্শদীপ এ বছর ম্যাচ ফি থেকে আয় করেছেন ৫৭ লাখ রুপি।

ম্যাচ ফি থেকে আয়ে ভারতীয়দের মধ্যে এ বছর দ্বিতীয় স্থানে আছেন অস্ট্রেলিয়া সিরিজে ভারতকে নেতৃত্ব দেওয়া সূর্যকুমার। সূর্যকুমার এ বছর ভারতের হয়ে ১৬টি টি-টোয়েন্টি খেলে আয় করেছেন ৪৮ লাখ রুপি। যশস্বী জয়সোয়াল, অক্ষর প্যাটেল ও তিলক বর্মাদের প্রত্যেকে খেলেছেন ১৩টি করে টি-টোয়েন্টি। তাঁদের সবাই আয় করেছেন ৩৯ লাখ রুপি করে। ১১টি করে ম্যাচ খেলে ৩৩ লাখ রুপি করে আয় করেছেন ঈশান, পান্ডিয়া, রবি বিষ্ণুই ও শুবমান গিল।

ভারত এ বছর এখন পর্যন্ত ২১ টি-টোয়েন্টি খেলেছে। এর মধ্যে ১৪টিতে জয় পেয়েছে, হেরেছে ৬টি। এ বছর ভারত টি-টোয়েন্টিতে শেষ সিরিজটি খেলবে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে। ১০ ডিসেম্বর শুরু হতে যাওয়া সেই সিরিজেও ভারতকে নেতৃত্ব দেবেন সূর্যকুমার।

যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত সাময়িকী ‘টাইম’-এর ২০২৩ সালের সেরা অ্যাথলেট হয়েছেন লিওনেল মেসি। মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ক্লাব ইন্টার মায়ামিতে যোগ দেওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবলে অবিশ্বাস্য প্রভাব ফেলায় তাঁকে বার্ষিক এই সম্মানে ভূষিত করেছে টাইম। প্রথম ফুটবলার হিসেবে এই পুরস্কার পেলেন মেসি।

রেফারিকে গালি দিয়ে শাস্তির মুখে হালান্দ

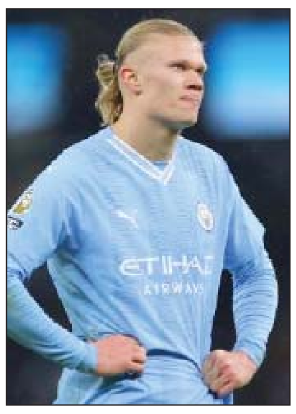

আপনজন ডেস্ক: ঘটনার সময়ই রেফারির প্রতি ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখান ম্যানচেস্টার সিটির খেলোয়াড়রা। রেফারি সাইমন হুপারের বিতর্কিত সিদ্ধান্ত নিয়ে ম্যাচের পর সামাজিক মাধ্যমেও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন দলটির তারকা স্ট্রাইকার আর্লিং হালান্দ। এর জেরে শাস্তিও হতে পারে তার। রোববার ইংলিশ প্রিমিয়ার লীগে ম্যানচেস্টার সিটি-টটেনহ্যাম হটস্পার ম্যাচের যোগ করা সময়ের ঘটনা। ইতিহাদ স্টেডিয়ামে ম্যাচে তখন ৩-৩ সমতা। বল নিয়ে আক্রমণে ওঠার চেষ্টায় টটেনহ্যামের ডিফেন্ডার এমারসনের চ্যালেঞ্জে পড়ে যান হালান্দ। তবে দ্রুতই নিজেকে সামলে নিয়ে ছুটে গিয়ে বল বাড়ান সামনে থাকা জ্যাক গ্রিলিশের দিকে। বল ধরে গ্রিলিশ যখন প্রতিপক্ষের গোলমুখের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন, তার পেছনে টটেনহ্যামের তিন খেলোয়াড়। ইংলিশ মিডফিল্ডারের সামনে গোলের ভালো সুযোগ। কিন্তু রেফারির বাঁশিতে থেমে যেতে হয় গ্রিলিশকে।

হালান্দকে ফাউলের ঘটনায় সিটিকে ফ্রি-কিক দেন হুপার। রেফারির ওই সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন সিটির খেলোয়াড়রা। রেফারিকে ঘিরে ধরেন তারা। প্রতিবাদ করায় হলুদ কার্ড দেখেন হালান্দ। এ নিয়ে ম্যাচের পরও ক্ষোভ আড়াল করেননি নরওয়ের তারকা। সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ (সাবেক টুইটার) ফাউলের ঘটনার একটি ভিডিও শেয়ার করে ক্যাপশনে জুড়ে দিয়েছেন গালি হিসেবে ব্যবহার করা শব্দ। গত মাসে নিউক্যাসলের কাছে ১-০ গোলে পরাজয়ের পর ম্যাচ কর্মকর্তাদের সম্পর্কে করা মন্তব্যের জন্য আর্সেনালের ম্যানেজার মিকেল আর্তেতাকে ইংলিশ ফুটবল সংস্থা (এফএ) অভিযুক্ত করেছে। মাঠের ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে জিজ্ঞাসা করা হলে সিটির কোচ পেপ গার্দিওলা পাশেই দাঁড়ান হালান্দের। গার্দিওলা বলেন, “এটা স্বাভাবিক। তার (হালান্দ) আর বাকি ১০ জন খেলোয়াড়ের প্রতিক্রিয়া একই। আইনে আছে, রেফারি বা চতুর্থ অফিশিয়ালের সঙ্গে কথা বলা যায় না। তাহলে আজ আমাদের ১০ জনই লাল কার্ড দেখতো। সে কিছুটা হতাশ ছিল। এমনকি রেফারি যদি সিটির হয়ে খেলতেন, তাহলে নিজের কাণ্ডের জন্য হতাশ হতেন।”

কোপা আমেরিকার ভেন্যু চূড়ান্ত, ফাইনাল মেসির মায়ামিতে

আপনজ ডেস্ক: আগামী বছর জুনে কোপা আমেরিকা হবে যুক্তরাষ্ট্রের ১০ রাজ্যের ১৪ ভেন্যুতে। সোমবার এই তথ্য জানিয়েছে আয়োজকেরা। এটি হতে যাচ্ছে কোপা আমেরিকার ৪৮তম আসর। এই টুর্নামেন্টে অংশ নেবে দক্ষিণ আমেরিকার ১০টি দেশ ও উত্তর আমেরিকার ৬টি দেশ। কোপা আমেরিকার আয়োজন কনমেবল এরই মধ্যে ঘোষণা দিয়েছে টুর্নামেন্ট শুরু হবে আটলান্টার মার্সিডিজ-বেনজ স্টেডিয়ামে। আর ১৪ জুলাই ফাইনাল হবে মেসির শহর ফ্লোরিডার মায়ামি গার্ডেনসের হার্ড রক স্টেডিয়ামে। সোমবার কনমেবল জানিয়েছে, টেক্সাসের আরলিংটনের এটিঅ্যান্ডটি স্টেডিয়াম ও এনআরজি স্টেডিয়াম হিউস্টন, আরিজোনার গ্লেনডেলের স্টেট ফার্ম স্টেডিয়াম, নেভাদার লাসভেগাসের অ্যালিজায়ান্ট স্টেডিয়াম হবে কোয়ার্টার ফাইনালের ম্যাচ। সেমিফাইনাল হবে নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়াম ও নর্থ ক্যারোলাইনার শার্লটের ব্যাংক অব আমেরিকা স্টেডিয়ামে। টুর্নামেন্টের অন্য ভেন্যুগুলো হলো–অস্টিনের কিউ২ স্টেডিয়াম, লস অ্যাঞ্জেলেসের সোফি স্টেডিয়াম, সান্তা ক্লারার লেভিস স্টেডিয়াম, অরল্যান্ডোর এক্সপোলোরিয়া, ফ্লোরিডা ও ক্যানসাস সিটির চিলড্রেন্স মারসি পার্ক। টুর্নামেন্টের গ্রুপ পর্ব হবে ২০ জুন থেকে ২ জুলাই। কোয়ার্টার ফাইনাল ৪ থেকে ৬ জুলাই। সেমিফাইনাল ৯ ও ১০ জুলাই। তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচ ১৩ জুলাই।

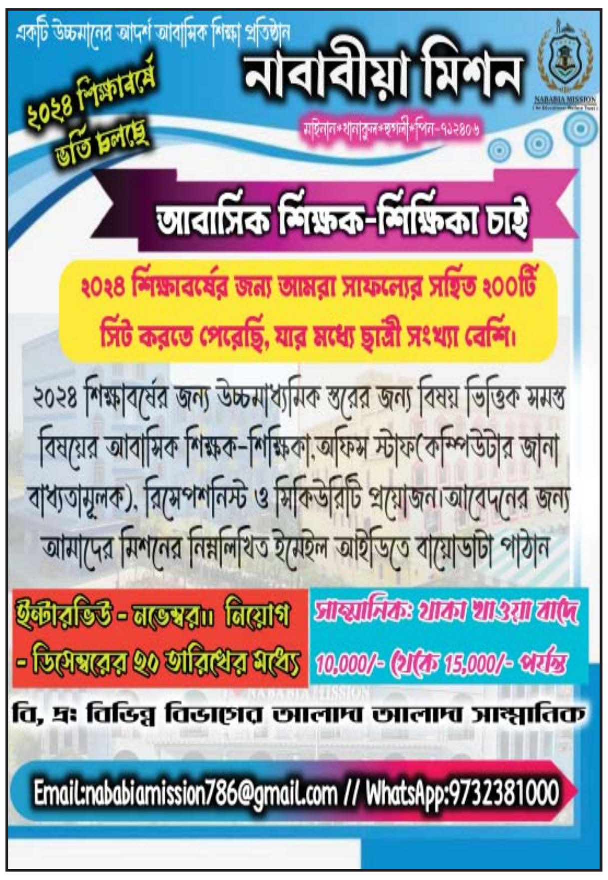

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**